বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৬-২০১৭

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১
সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর	৩৩
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	৯০
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	৯৮
ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)	১০৪
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	১১৪

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(ছবি)

রূপকল্প

টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পরিচিতি

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ রূপকল্প- ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ ৭টি অনুবিভাগ, ১৬টি অধিশাখা ও ৩৮টি শাখা/ইউনিট সমন্বয়ে গঠিত।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সুশাসন

কার্যবিধিমালা ১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হয়। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনগণের হয়রানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে কোন বিষয় অনিষ্পন্ন থাকছে না। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যে কোন নথিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনলাইন গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (GRS) চালু রয়েছে। এ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কেউ এ বিভাগ ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকাণ্ডের ওপর অভিযোগ উত্থাপন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১৩৫টি অভিযোগ ও পরামর্শ পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যেকটি অভিযোগ ও পরামর্শের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা আবেদনকারীকে যথাসময়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার শতভাগ। এছাড়াও, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এ বিভাগে সরাসরি দাখিলকৃত লিখিত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়।

তথ্য অধিকার

‘তথ্য পেলে মুক্তি মেলে সোনার বাংলার স্বপ্ন ফলে’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে Right to Information (RTI) নামে একটি তথ্যবহুল আলাদা ব্লক রয়েছে। যে কেউ সরাসরি অথবা ওয়েবসাইটে আবেদন করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার যে কোন তথ্য জানাতে অনুরোধ করতে পারেন। জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদন অনুযায়ী আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ১টি আবেদন পাওয়া গিয়েছে এবং যাচিত তথ্য আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, আওতাধীন অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা এবং অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহের অধীনস্থ অফিসসমূহে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে ৪৭টি সভা এবং ১৫টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে ৮টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ এর বিধানানুসারে ৯জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম এর আওতায় ৫টি অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম, ৪টি অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ কার্যক্রম এর আওতায় ইনোভেশন টিম কর্তৃক উদ্ভাবিত ৪টি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

অডিট

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থায় ৩০ জুন ২০১৭ তারিখে মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,৪৩৩টি। দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৮টি ত্রি-পক্ষীয় অডিট টিম কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অডিট টীম কর্তৃক ২৭টি ত্রি-পক্ষীয় সভা, ১৬টি দ্বি-পক্ষীয় সভা ও এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ২টি Public Accounts Committee এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ৭৮১টি অগ্রিম আপত্তির ব্রডশীট জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) এ প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রিম ২৫৮টি ও খসড়া ০৮টিসহ মোট ২৬৬টি অডিট আপত্তি পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও ফাপাড কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

পেনশন কেইস

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সকল গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা অবসরে যাচ্ছেন তাঁদের পেনশন কেইস দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা হয়। অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসসমূহ মাসিক সমন্বয় সভায় পরিবীক্ষণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৩য় গ্রেডের ১ জন এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯ম গ্রেড হতে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের সর্বমোট ৫৯ জন কর্মচারীর অনুকূলে পেনশন মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোন পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই।

প্রশাসনিক সংস্কার

আধুনিক ও দ্রুত গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে যুগ্মসচিব-০১টি, উপসচিব-০২টি, সিনিয়র সহকারী সচিব-০৪টি এবং সহায়ক পদ-১৬টি সমন্বয়ে আরবান ট্রান্সপোর্ট অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া, এ বিভাগের লাইব্রেরির জন্য ০১টি ক্যাটালগার পদ সৃজন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রমিত পদ বিন্যাস অনুযায়ী এ বিভাগের আইসিটি অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখার ০৪টি, বাজেট অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখার ১৩টি এবং আইন অনুবিভাগ/অধিশাখা/শাখার ১৭টি সর্বমোট ৩৪টি পদ সৃজনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণিবিন্যাস ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় বাছাই করে ‘ঘ’ শ্রেণির ১২৬টি নথি ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিনষ্ট করা হয়েছে। এতে অফিস ব্যবস্থাপনা ও কর্মপরিবেশ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণের মধ্যে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রম হালনাগাদ করা হচ্ছে। এতে নথি নিষ্পত্তি কার্যক্রমে গতিশীলতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত গণকর্মচারীদের প্রত্যেকের জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ২০১৬ অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮,৭৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২,৭০৬ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৪৫% বেশী। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে এ বিভাগ ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নতুন যোগদানকৃত ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৫৫ জন কর্মচারীকে আরপিএটিসিতে দু'টি ব্যাচে ১৮ দিন ব্যাপী Special Course on Office Management বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে দেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মচারীর সংখ্যা ১,৮২৮ জন। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩,৩০২ জন।

আরপিএটিসিতে অনুষ্ঠিত Special Course on Office Management বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কনডেমনেশন

এ বিভাগের কনডেমনেশন কমিটি ৪টি সভা করে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৩টি যানবাহন ও যন্ত্রপাতি কনডেমড্ ঘোষণা করেছে। বিআরটিসি'র বোর্ড বর্তমানে কার্যকর না থাকায় একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সার্ভে রিপোর্ট এবং বিআরটিসি'র কনডেমনেশন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এ বিভাগ হতে ১৫৭টি অকেজো ও Beyond Economic Repair (BER) বাস উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নিলামে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

মহাসড়ক মনিটরিং

জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে গঠিত ২৩টি স্থায়ী মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে (পরিশিষ্ট-অ)। মনিটরিং কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৫ জন অতিরিক্ত সচিব ও ২৩টি মনিটরিং টিম ৬৫টি সড়ক বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য দায়িত্ব পালন করছেন (পরিশিষ্ট-আ)। মনিটরিং টিমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের মহাসড়কে যাতায়াত নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক করার নিমিত্ত এ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়ে থাকে। মাননীয় মন্ত্রী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কার্যক্রম তদারকি এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। এর ফলে ধর্মীয় উৎসবে নাড়ীর টানে ঘরে ফেরা মানুষ স্বচ্ছন্দে ও আনন্দঘন পরিবেশে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারেন। এছাড়া বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগকালীণ সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলে মহাসড়কসমূহ সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর আওতায় রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা

আইন

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট আইন, ২০১৬

ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকার (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা) যানজট নিরসনে এবং যাত্রীসাধারণের স্বচ্ছন্দ্যে চলাচলের লক্ষ্যে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইনটি ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং আইনটি ১১ জুলাই ২০১৭ তারিখ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। ১৯ জুলাই ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৭

The Motor Vehicle Ordinance 1983 এর স্থলে আধুনিক ও যুগোপযোগী খসড়া সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৭ গত ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত ভেটিং এর জন্য ০৭ মে ২০১৭ তারিখ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৭

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ হালনাগাদক্রমে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া আইনটির উপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মতামত পাওয়ার পর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করে আইনটি চূড়ান্ত করা হবে।

বিধিমালা

মেট্রোরেল বিধিমালা, ২০১৬

মেট্রোরেল বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালাটি ৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নীতিমালা

ফেরি পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফেরী, পন্টুন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭ প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে।

রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭

স্বল্প দূরত্বে ভাড়ায় চালিত গণপরিবহণের অপ্রতুলতার কারণে অবাণিজ্যিক মোটরযানসমূহ অব্যবহৃত সময়ে ভাড়ায় পরিচালনার জন্য স্মার্টফোন এ্যাপসভিত্তিক রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৭ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া নীতিমালাটি জনসাধারণের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

টোল নীতিমালা, ২০১৪ সংশোধন

সরকারি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সেতু ও ফেরীর টোল আদায়ের ইজারা চুক্তির মেয়াদ ১ বছরের স্থলে ৩ বছর করে টোল নীতিমালা, ২০১৪ এর উপ-অনুচ্ছেদ ৫.২.৩ সংশোধন করা হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক দিবস

গত ০৫ জুন ২০১৭ তারিখে সরকার ২২ অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ঘোষণা করেছে। দিবসটি 'খ' শ্রেণীর দিবস হিসেবে সারাদেশে উদযাপনের নিমিত্ত কর্মসূচি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৪২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৯,৪০৩.০১ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় ৯৩৮০.৮৫ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৭৬ শতাংশ। একই অর্থ-বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্ত হওয়ার পর আরও ২১টি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এতে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে চলমান প্রকল্পের সংখ্যা ১৬৩ তে উন্নীত হয়। তন্মধ্যে জিওবি অর্থায়নে ১৪০টি, বৈদেশিক সহায়তায় ১৫টি ও কারিগরী সহায়তায় ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। একই সময়ে ৫০টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে ৫০টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রথম

XMEye এ্যাপস

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর মহাসড়ক পথে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সুবিধার্থে স্মার্টফোন নির্ভর ওয়েব বেইজড ট্রাভেল প্ল্যানার সিস্টেম ও XMEye এ্যাপস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এ প্ল্যানের আওতায় বর্তমানে নবীনগর, কোনাবাড়ী, বাইপাইল ও চন্দ্রা ইন্টারসেকশন রয়েছে। এর পরিধি বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ এ্যাপস/সিস্টেম ব্যবহার করে জনসাধারণ যে কোন স্থান থেকে এ ৪টি ইন্টারসেকশনের ট্রাফিক অবস্থা অবলোকন করতে পারেন।

Touch & Go

দ্রুত ও নির্বিঘ্নে টোল পরিশোধের সুবিধার্থে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মেঘনা ও গোমতি সেতু টোল প্লাজায় স্মার্ট কার্ডভিত্তিক Touch & Go পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের টোল আদায়ে 'টাচ এন্ড গো' পদ্ধতি উদ্বোধন করেন

অনুদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে এ বিভাগের নিম্নোক্ত ০২ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন আর্থিক সাহায্য পেয়েছেনঃ

ক) জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন পাটোয়ারী, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
খ) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মাননীয় মন্ত্রীর অনুদান

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মাননীয় মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিল হতে ৫১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) টাকা এবং ৫৬ জন ব্যক্তির অনুকূলে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা সর্বমোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ

সময় ও ব্যয় হ্রাস এবং ঝামেলামুক্তভাবে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচীর লক্ষ্য। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এ লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম অনুশীলন করছে এবং ব্যাপকভাবে উৎসাহ ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এ বিভাগের উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে দেয়া হল:

ইন্টারএক্টিভ ওয়েবসাইট

এ বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd) রয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। ওয়েবসাইটে এ বিভাগের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সভার নোটিশ, কার্যবিবরণী, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ, বিদেশ ভ্রমণের জি.ও, মেগা প্রকল্পসহ সকল প্রকল্পের তথ্য ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। এতে এ বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। এর মাধ্যমে যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে জানতে পারেন এবং মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। GRS, NIS, RTI, APA, SDG ও Innovation Team এর তথ্যাদিও ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। সকল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস্, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদি প্রাপ্তির সুবিধার্থে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি সন্নিবেশ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে ফেসবুক বক্স ও ভিডিও বক্স রয়েছে যেখানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সম্পর্কিত ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে।

ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd)

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মূল্যবান ভূসম্পত্তির মৌজাভিত্তিক জমির তথ্য, মহাসড়ক ও স্থাপনাভিত্তিক রেকর্ড এ সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত করা আছে। এছাড়া পরিদর্শন বাংলো, কটেজ, রিসোর্ট, পিকনিক স্পট, পেট্রোল পাম্প, সিএনজি স্টেশন, ইজারাপ্রদত্ত ভূমির তথ্য সংযোজন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এ সফটওয়্যারে সড়ক বিভাগ ভিত্তিক এবং মহাসড়ক ভিত্তিক জমির রিপোর্ট সহজেই প্রকাশ করা যাচ্ছে। বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যমান জমির তথ্য সফটওয়্যারে অর্ন্তভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

এ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংখ্যা, নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি এ সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। খুব সহজে দ্রুততম সময়ে মাত্র কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমেই একজন অফিসারের সারা দেশে বিদ্যমান অডিট আপত্তির তথ্য খুজেঁ বের করা যাচ্ছে। এছাড়া সড়ক বিভাগসমূহের অর্থ-বছর ভিত্তিক, অফিস ভিত্তিক অডিট আপত্তির তথ্য এবং অডিটের সর্বশেষ অবস্থা দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মেকানিক্যাল জোন, মাঠ পর্যায়ের সকল জোন, সার্কেল এবং সওজ বিভাগসমূহ এই সফটওয়্যারে ইতোমধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। সওজ প্রকল্পসমূহকে ভবিষ্যতে এই সফটওয়্যারে সংযুক্ত করা হবে।

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ই-জিপির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত দরপত্রসমূহের প্রক্রিয়াকরণ সহজতর করার লক্ষ্যে দরপত্র ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে দরপত্র অনুমোদন, পুন:মূল্যায়ন এবং পুন:প্রক্রিয়াকরণের কার্যক্রম সহজে মনিটরিং করা যাচ্ছে। এ বিভাগের আইসিটি ইউনিট ও রক্ষণাবেক্ষণ শাখার মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে সফটওয়্যারটির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

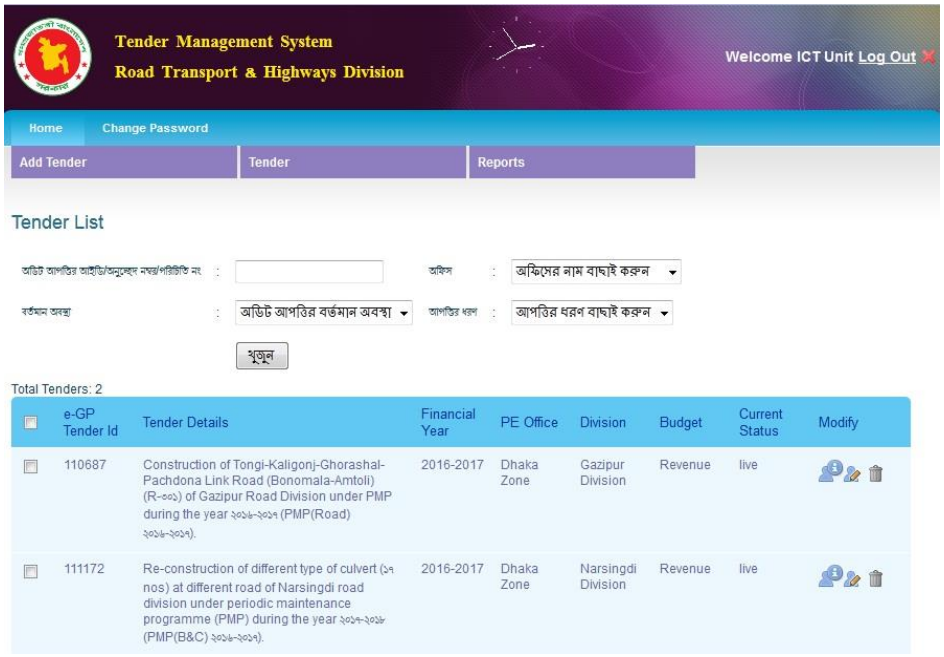

অনলাইন দরপত্র ব্যবস্থাপনা

ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা

মামলা ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়নের মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার পক্ষে বিপক্ষে দায়েরকৃত প্রতিটি মামলার তথ্য এন্টি দেয়া হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় ।ফলে মামলার প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণ করা যাচ্ছে ।

ই-যানবাহন ব্যবস্থাপনা

যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে বিআরটিসি বাস বহরের সকল বাসের উপাত্ত সংরক্ষণ করা হয়েছে। সফটওয়্যারটিতে নিয়মিত প্রত্যেকটি বাসের অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা হালনাগাদকরণ এবং বাসভিত্তিক দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এন্ট্রি করার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করা আছে। ফলে এ সফটওয়্যার থেকে ডিপোভিত্তিক যানবাহনগুলোর গতিবিধি, বর্তমান অবস্থা ও আয়-ব্যয় এর হিসাব সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার সুযোগ রয়েছে। বিআরটিসি'র বাস ডিপোসমূহ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে এ সফটওয়্যারে তথ্য এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে। সফটওয়্যারটি পূর্ণাঙ্গভাবে নিয়মিত ব্যবহারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

ডেভেলপমেন্ট অব মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টারএ্যাক্টিভিটি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় একই ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে সকল ধরণের গণপরিবহনে টিকেট এবং তথ্যসমূহ অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পোর্টালটি ডেভেলপ করে www.etransport.gov.bd নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

ই-নথি

পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিস স্থাপন ও যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে NESS এর নতুন ভার্সন ই-নথি এ বিভাগে চালু করা হয়েছে। ই-নথির মাধ্যমে ২৮৬টি নথি প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সকল নথি এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

ইনোভেশন সার্কেল

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ বিভাগে ইনোভেশন টিমসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন ইনোভেটিভ আইডিয়াসমূহ হলো- ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা কার্যক্রম অটোমেশন, সড়ক নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণ ও নির্মাণসামগ্রী সড়ক গবেষণাগারে পরীক্ষাকরণ, ৩০ লক্ষ নথি Digital আর্কাইভ করণ, রোড নেটওয়ার্ক এর তথ্য অনুসন্ধান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ইনভেনটরী ব্যবস্থাপনা, Rapid Pass প্রচলন এর মাধ্যমে যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন এবং নিরবিচ্ছিন্ন যাত্রী সেবা।

গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ মার্কিং

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সেতু, ফ্লাইওভার, অফিস, পরিদর্শন বাংলো; বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)'র অফিস, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'র অফিস, বাস ডিপো, ট্রাক ডিপো, ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও ওয়ার্কশপসমূহ গুগল ম্যাপে ছবিসহ চিহ্নিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুগল ম্যাপে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহ অনলাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের ২৮১টি সেতু ও ফ্লাইওভার এবং বিআরটিসি'র ২৬টি ডিপো এবং ৫টি প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান চিহ্নিত করে ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন নির্মিত ও পুনর্নির্মিত স্থাপনার অবস্থান চিহ্নিত করে নিয়মিত ছবি প্রকাশ করা হয়।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং উত্তম চর্চা

১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ১৩টি বিষয়ভিত্তিক দল (Thematic Group) রয়েছে। Thematic Group নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত/সুপারিশ প্রদান করে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে Thematic Group এর ৪৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইংরেজিতে ডি-ব্রিফিং করার প্রথা চালু রয়েছে। বিবেচনাধীন অর্থ-বছরে ২৩ টি দল এ বিভাগের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ডি-ব্রিফিং-এ অংশগ্রহণ করেছে। এতে বিদেশ সফরলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে সকলেই অবহিত হয়েছেন।

৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে নিম্নবর্ণিত প্রকাশনা পুস্তক আকারে মুদ্রণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে:

- বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৫-২০১৬
- ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ২০১৬
- ফ্ল্যাগশীপ প্রকল্প
- ২০০৯-২০১৬ সময়ে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলার উন্নয়ন কর্মকান্ড

৪। সেবা সহজীকরণ ও জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ইনোভেশন টিমসমূহ মোট ৮টি উদ্ভাবনী আইডিয়া নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সওজ অধিদপ্তরের ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়ন এবং বিআরটিসি'র ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রুটে যাত্রী সাধারণের নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কিত উদ্ভাবনী আইডিয়া সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি আইডিয়া নিয়ে কাজ চলছে।

৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা ৩ অংশে বিভক্ত করে প্রতিমাসে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অংশে বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি, ২য় অংশে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি এবং শেষ অংশে সার্বিকভাবে অন্যান্য জিওবি প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। উপরন্তু প্রকল্পসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রতি অর্থ-বছরে ১০টি জোনের প্রতিটিতে ন্যূনতম একবার জোনভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা করা হয়। সভায় জোন সংশ্লিষ্ট এ বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং মনিটরিং টিমের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। জোনাল সভায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও পিরিয়ডিক মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (পিএমপি)-এর আওতায় গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ছাড়াও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, মামলা ব্যবস্থাপনা, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর, এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা, ফেরি সার্ভিস পরিচালনা, টোল আদায়, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি বিষয়ের অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয় এবং উত্থাপিত সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান দেয়া হয়।

৬। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহের Performance Inspection করা হয়ে থাকে। এতে বিদ্যমান ত্রুটি ও অসুবিধাসমূহ দুরীভূত হয় ও কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

৭। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও নির্দিষ্ট সময়ে পদোন্নতি প্রদানের চর্চা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে চালু আছে। এতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে। অদক্ষ, অযোগ্য ও বিধিবহির্ভূত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৮। দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইল ব্যবহার করা হয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ পত্র, প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট এর সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে হার্ডকপি প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টেলিফোন করে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। সাথে সাথে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকেও ই-মেইলে গুরুত্বপূর্ণ পত্র, প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট ইত্যাদির সফট কপি প্রেরণে উৎসাহিত করা হয়।

৯। এ বিভাগে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী রয়েছে। লাইব্রেরীতে বর্তমান বইয়ের সংখ্যা ১১০০। তন্মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে লাইব্রেরীর জন্য বিভিন্ন ধরণের ৩০টি নতুন বই সংগ্রহ করা হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে লাইব্রেরী পরিচালনার জন্য ক্যাটালগার এর ১টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

১০। কাজের স্বীকৃতি কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এটি বিবেচনায় রেখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ২০১৬ সালে ৪ জন কর্মকর্তাকে Officer of the Year হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বিনোদনমূলক কর্মকান্ড

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মচারীগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ গাজীপুরস্থ ব্র্যাক সিডিএম-এ বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সকল কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দঘন পরিবেশে বনভোজন উপভোগ করেন। এতে আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে।

বার্ষিক বনভোজন ২০১৭ এ অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৭ এ অংশগ্রহণকারী শিশুদের বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন ২০১৭ এ পুরস্কার বিতরণ

বার্ষিক বনভোজন ২০১৭ এ পুরস্কার বিতরণ

বার্ষিক বনভোজন ২০১৭ এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

(খ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৮ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ গাজীপুরের সোহাগ পল্লীতে অপর একটি বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এ বনভোজনে তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক বনভোজনে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীগণ

বার্ষিক বনভোজনে পুরস্কার বিতরণ

খ) দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে উৎসাহিত করতে গত ১৭ মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/৩০ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এ বিভাগের কর্মকর্তাগণের উদ্যোগে শীতকালীন পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। পিঠা উৎসবে ঘরে তৈরী পিঠা পরিবেশন করা হয়।

পিঠা উৎসবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও এ বিভাগের সচিব মহোদয়

(ঘ) সহকর্মীর কর্মস্থল পরিবর্তন ও চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণকালে এ বিভাগ থেকে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এতে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি পায়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছে:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	অবমুক্তির তারিখ
১.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এনডিসি (৩৬১৫)	অতিরিক্ত সচিব	০৫.০৯.২০১৬
২.	জনাব আব্দুল আউয়াল মোল্লা (০০৪০৫)	উপপ্রধান	০৬.১১.২০১৬
৩.	জনাব পরিতোষ হাজরা (৬৮৪৫)	উপসচিব	১৩.০২.২০১৭

জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব এর বিদায় সম্বর্ধনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে যাঁরা কর্মরত ছিলেন/আছেন তাঁদের তালিকা পরিশিষ্ট-ই তে দেয়া হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ

(১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে নির্ধারিত ওজনসীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ে যানবাহন চলাচলের কারণে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হয় ও জনদূর্ভোগ সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত ওজন বহনকারী যানবাহন দুর্ঘটনারও অন্যতম কারণ। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের নিমিত্ত সরকার মহাসড়কে চলাচলকারী যানবাহনের জন্য এক্সেল লোডের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে ২০০৪ সালে গেজেট প্রকাশ করে। কিন্তু পরিবহন খাত সংশ্লিষ্ট সংগঠনসমূহের প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পাওয়ায় তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় সময় সময় মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মত বিনিময় করা হচ্ছে এবং ধীরগতিতে হলেও অতিরিক্ত ওজন বহনকারী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(২) পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ৩ দিন সরকারি ছুটি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ অল্প সময়ের মধ্যে রাজধানী ঢাকা থেকে অধিকাংশ মানুষকে গ্রামের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে হয়। কিন্তু এ স্বল্পসময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের বাড়ী ফেরা এবং পুনরায় রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য পর্যাপ্ত পরিবহন যান এবং একই সাথে বিপুল পরিমান যানবাহন চলাচলের উপযোগী সড়ক/মহাসড়ক নেই। ফলে ঐ সময়ে সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যানজট এড়ানো সম্ভব হয়না। আলোচ্য ২টি ধর্মীয় উৎসবের ছুটি বাড়ানো গেলে মানুষ স্বস্তিতে যাতায়াত করতে পারবে।

(৩) আইন অনুযায়ী বিআরটিসি'র বাস বাংলাদেশের যে কোন রুটে চলাচল করতে পারে। কিন্তু জনগণের ব্যাপক চাহিদা সত্ত্বেও বিআরটিসি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোন রুটে গাড়ি পরিচালনা করতে পারছে না মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রবল বাঁধার কারণে। এ পরিস্থিতি উত্তরণে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এবং
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকারের রুপকল্প (Vision) যাথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বাংলাদেশ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System, (GPMS) চালু করা হয়েছে। সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি'র (GPMS) আওতায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সাথে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) স্বাক্ষর করেন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্কোর ছিল ৯৫.০৩%। নিম্নে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলঃ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছর

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	৪-লেনে উন্নীত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৫	৫.৫০
২.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৩২০	৪১৬.৬১
৩.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৩৫০	৪৪৫.৫৬
৪.	পুনর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৮৫	৯৬.৬৫
৫.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ)	কিলোমিটার	২১০০	২৩৩৯.২৩
৬.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৪০০০	৪৬৩৬.৪০
৭.	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	১২০০	২১৯১.২৮
৮.	যানবাহনের জন্য ইস্যুকৃত ডিজিটাল রেজিঃ সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	২.৮০	৪.১৬
৯.	যানবাহনের জন্য ইস্যু ও নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৫.৮০	৫.৯৫
১০.	ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৮০	৩.০৯
১১.	নবায়নকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৮০	০.৪৭
১২.	বিআরটিএ কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমান	কোটি টাকা	১৭৭১	১৪৬৫.২৫
১৩.	রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট ও আরএফ আইডি ট্যাগ সংযোজিত যানবাহন	সংখ্যা (লক্ষ)	২.৩৫	৩.৯৭
১৪.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার ড্রাইভার	সংখ্যা	২৫০০০	৫২৬৭০
১৫.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপেশাদার ড্রাইভার	সংখ্যা	৭০০০	৮১২১
১৬.	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা (মামলা)	সংখ্যা	২৫০০০	৩৭২৪২
১৭.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরনে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার	সংখ্যা	৬০	৬৮
১৮.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরনে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিতরণকৃত লিফলেট ও পোস্টার	সংখ্যা (লক্ষ)	৭.৫০	১০.২৫
১৯.	দুর্ঘটনা হ্রাসে মহাসড়কে ঝুকি হ্রাসকৃত স্পট	সংখ্যা	৭০	৮২
২০.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ এর নির্মিত মেট্রোরেল ডিপো	শতাংশ	৩৫	৪৫
২১.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর জন্য নির্মাণকৃত বাস ডিপো	শতাংশ	৪০	৩৭
২২.	বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ভ্রমন নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত র‍্যাপিড পাস	সংখ্যা	৫০০০০	৬০০০০
২৩.	বিবিআইএন মোটর ভেহিক্যাল এগ্রিমেন্ট এর আওতায় সমীক্ষা/ট্রায়াল রানকৃত আন্তর্জাতিক রুট	সংখ্যা	৩	৩
২৪.	বিআরটিসি এর বাস বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৩৭০	৩৯২.২২

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মপরিকল্পনার নিরিখে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অংশে নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
১.	ঢাকা- পদ্মা সেতু-ভাংগা মহাসড়কে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ (পদ্মালিংক) প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভুত)	শতাংশ	৬০
২.	উভয় পাশ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাঈল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভুত)	শতাংশ	৬৬
৩.	উভয় পাশ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প (সাসেক-২) বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভুত)	শতাংশ	২০
৪.	পুনর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	১৩৮
৫.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৫৮৫
৬.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৬৪৮
৭.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ)	কিলোমিটার	২১৪৫
৮.	দুই লেন বিশিষ্ট কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি সেতুর পার্শ্বে ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু (কেএমজি)নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভুত)	শতাংশ	৪৫
৯.	পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভুত)	শতাংশ	৫২
১০.	৪. লেন বিশষ্ট ভূলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভুত)	শতাংশ	৯৮
১১.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	২৯৪৮
১২.	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	২০০৮
১৩.	উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির লক্ষ্যে গঠিত মনিটরিং টিমের ভিজিট	সংখ্যা	৯৫
১৪.	যানবাহনের ইস্যুকৃত ডিজিটাল রেজিঃ সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৪.০০
১৫.	যানবাহনের নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৫.২০
১৬.	যানবাহনের জন্য ইস্যুকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৮০
১৭.	দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়া ট্যাক্স টোকেন যাচাইকৃত মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৭৫০০
১৮.	শিক্ষানবীস ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যুকরণের সময়সীমা	ঘন্টা	২৪
১৯.	বিআরটিএ কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমান	কোটি টাকা	১৬০০
২০.	সড়কে চলাচল করছে না অথচ বিআরটিএ'এর রেকর্ডভুক্ত এমন যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	তারিখ	৩০.০৮.২০১৭
২১.	সড়কে চলাচল করছে না অথচ বিআরটিএ'এর রেকর্ডভুক্ত এমন যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সমস্যাসমূহ চিহ্নতকরণ ও সমাধানের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন	তারিখ	২৮.০২.২০১৮
২২.	সড়কে চলাচল করছে না অথচ বিআরটিএ'এর রেকর্ডভুক্ত এমন যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে সভা আয়োজন	সংখ্যা	৫০
২৩.	রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ভিত্তিতে ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ	তারিখ	৩১.০৫.২০১৮
২৪.	ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী যানবাহনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	তারিখ	২৮.০৯.২০১৭
২৫.	ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী যানবাহনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা	সংখ্যা	১২
২৬.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার ড্রাইভার (রিফ্রেসার)	সংখ্যা	৪০০০০
২৭.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদত্ত জনবল	সংখ্যা	৭৬০০
২৮.	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে রুজুকৃত মামলা	সংখ্যা	৩৫০০০
২৯.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরনে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার	সংখ্যা	৬০

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
৩০.	ডাইরেকশনাল সাই-সিগন্যাল/মার্কিংকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৭০০
৩১.	দুর্ঘটনা হ্রাসে ঝুকিপূর্ণ স্পট চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে সমীক্ষা সম্পাদন	তারিখ	৩১.০৭.২০১৭
৩২.	দুর্ঘটনা হ্রাসে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন	তারিখ	৩১.১০.২০১৭
৩৩.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন (ক্রমপুঞ্জিভুত)	শতাংশ	২০
৩৪.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-১ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন	তারিখ	১৫.০৪.২০০৮
৩৫.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৫ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন	তারিখ	১৫.০৪.২০০৮
৩৬.	বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত র‍্যাপিড পাস বিতরণ	সংখ্যা	১০০০০
৩৭.	বিবিআইএন মোটর ভেহিক্যাল এগ্রিমেন্ট এর আওতায় সমীক্ষা/ ট্রায়াল রানকৃত একটি আন্তর্জাতিক রুট	তারিখ	২৯.০৩.২০১৮
৩৮.	বিআরটিসি বাস বহরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রুটে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৩৮০
৩৯.	বিআরটিসি বাস/ট্রাক বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত মালামাল	হাজার টন	১৪০
৪০.	আন্তর্জাতিক রুটে বাস পরিচালনার মাধ্যমে অর্জিত রয়্যালটি	লক্ষ টাকা	৭৫.০০
৪১.	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষনা সম্পাদন	সংখ্যা	২
৪২.	ব্যক্তিগত যানবাহনের বানিজ্যিক ব্যবহার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন	তারিখ	৩০.০৪.২০১৮
৪৩.	MS Project Software এর মাধ্যমে প্রকল্প তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রচলন	তারিখ	৩০.১২.২০১৭
৪৪.	MS Project Software এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত মাষ্টার ট্রেইনার	সংখ্যা	১০

পরিশিষ্ট-অ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২৩টি মনিটরিং টিম

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	নিজ জেলা	সড়ক বিভাগের নাম	জোনের নাম সার্কেলের নাম	মন্তব্য
১	(ক) জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ যুগ্ম-সচিব (সজস গেজেটেড ও ঢাকা বিআরটি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) শাহ মোহাম্মদ শামস মোকাদ্দেস নির্বাহী প্রকৌশলী এইচডিএম অপারেশন বিভাগ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা	(ক) রাজবাড়ী (খ) জামালপুর	(১) চট্টগ্রাম (২) দোহাজারী (৩) কক্সবাজার	চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম	
২	(ক) জনাব ড. মোঃ কামরুল আহসান যুগ্ম সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব জাবিদ হাসান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ: দা:), এইচডিএম সার্কেল, ঢাকা।	(ক) লক্ষীপুর (খ) পাবনা	(১) রাঙ্গামাটি (২) বান্দরবন (৩) খাগড়াছড়ি	চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি	
৩	ক) জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার যুগ্ম সচিব (সম্পত্তি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব এ কে এম মনির হোসেন পাঠান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ: দা:), প্রকিউরমেন্ট সার্কেল, ঢাকা (গ) জনাব মোঃ মাহ্‌বুব-এ-এলাহী সহকারী প্রধান (ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ), সড়ক বিভাগ	(ক) কুমিল্লা (খ) চাঁদপুর (গ) কুমিল্লা	(১) সিলেট (২) সুনামগঞ্জ (৩) হবিগঞ্জ (৪) মৌলভীবাজার	সিলেট সিলেট ও মৌলভীবাজার	
৪	(ক) জনাব মোঃ এহছানে এলাহী যুগ্ম-সচিব (বিআরটিসি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ সাব্বির হাসান খান নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:), ডকুমেন্টেশন এন্ড প্রকিউরমেন্ট বিভাগ, ঢাকা	(ক) সিলেট (খ) নারায়নগঞ্জ	(১) নোয়াখালী (২) ফেনী (৩) লক্ষ্মিপুর	কুমিল্লা নোয়াখালী	
৫	(ক) জনাব চন্দন কুমার দে যুগ্ম সচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ শাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব শফিউল আজম, নির্বাহী প্রকৌশলী (চ:দা:) ডাটাবেইজ বিভাগ, ঢাকা। (গ) জনাব মোঃ গোলাম জিলানী সহকারী সচিব (সম্পত্তি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) চট্টগ্রাম (খ) নোয়াখালী (গ) মাদারীপুর	(১) কুমিল্লা (২) চাঁদপুর (৩) বি-বাড়িয়া	কুমিল্লা কুমিল্লা	
৬	ক) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার যুগ্মসচিব (নন- গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান নির্বাহী প্রকৌশলী, রোড ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা	(ক) নোয়াখালী (খ) বি-বাড়িয়া	(১) নারায়নগঞ্জ (২) মুন্সিগঞ্জ	ঢাকা ঢাকা	
৭	(ক) বেগম তসলিমা কানিজ নাহিদা উপ-সচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষন) (খ) জনাব মোঃ আব্দুর রহমান কাওছার নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:),সেতু ডিজাইন বিভাগ-২ (পূর্ব)	(ক) টাঙ্গাইল (খ) ঢাকা	(১) গাজীপুর (২) নরসিংদী	ঢাকা ঢাকা	
৮	ক) জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার যুগ্ম সচিব (সম্পত্তি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক)কুমিল্লা	(১) ঢাকা (২) মানিকগঞ্জ	ঢাকা	

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	নিজ জেলা	সড়ক বিভাগের নাম	জোনের নাম সার্কেলের নাম	মন্তব্য
	(খ) জনাব তুষার কান্তি সাহা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সেতু ডিজাইন সার্কেল, ঢাকা।	(খ) ফরিদপুর		ঢাকা	
৯	(ক) জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ খান যুগ্ম সচিব (আইন ও সংস্থা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ: দা:), সড়ক গবেষনাগার, ঢাকা। (গ) জনাব মোঃ লিয়াকত আলী খান সহকারী সচিব (প্রশাসন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) মানিকগঞ্জ (খ) নওগাঁ (গ) কুষ্টিয়া	(১) নেত্রকোনা (২) ময়মনসিংহ (৩) কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ ময়মনসিংহ	
১০	(ক) জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী যুগ্ম সচিব (বাজেট ও অডিট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব এ,কে শামছউদ্দিন আহাম্মদ নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রীজ মেইনটেন্যান্স সিস্টেম (BMMS) বিভাগ, ঢাকা	(ক) হবিগঞ্জ (খ) পটুয়াখালী	(১) টাংঙ্গাইল (২) জামালপুর (২) শেরপুর	ময়মনসিংহ জামালপুর	
১১	(ক) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা বিভাগ-২, ঢাকা।	(ক) শেরপুর (খ) ময়মনসিংহ	(১) মাগুড়া (২) যশোর (৩) কুষ্টিয়া	খুলনা যশোর	
১২	(ক) জনাব দীপঙ্কর মন্ডল উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব শেখ সোহেল আহমেদ নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:), সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ-২ , ঢাকা (গ) জনাব মোহাম্মদ আবু ছাবের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) খুলনা (খ) মুন্সিগঞ্জ (গ) চট্টগ্রাম	(১) ঝিনাইদহ (২) নড়াইল (৩) চুয়াডাঙ্গা (৪) মেহেরপুর	খুলনা খুলনা	
১৩	(ক)জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, উপ-সচিব (অডিট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:), সেতু ডিজাইন বিভাগ-১, ঢাকা	(ক) ফেণী (খ) নোয়াখালী	(১) খুলনা (২) বাগেরহাট (৩) সাতক্ষিরা	খুলনা যশোর	
১৪	(ক) জনাব মোঃ জাকির হোসেন যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হক উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিঃপ্রঃ,(চ: দা:), টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি।	(ক) মাগুড়া (খ) ময়মনসিংহ	(১) গোপালগঞ্জ (২) মাদারীপুর (৩) শরিয়তপুর	গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ	
১৫	(ক) পারভীন সুলতানা উপ-প্রধান (সওজ জিওবি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) মোছাম্মৎ ফারহানা রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) শরিয়তপুর (খ) হবিগঞ্জ	(১) ফরিদপুর (২) রাজবাড়ী	গোপালগঞ্জ ফরিদপুর	
১৬	(ক) জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান উপ প্রধান (কার্যক্রম ও এডিপি) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) চাঁদপুর (খ) ঝিনাইদহ	(১) বরিশাল (২) ভোলা	বরিশাল বরিশাল	

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	নিজ জেলা	সড়ক বিভাগের নাম	জোনের নাম সার্কেলের নাম	মন্তব্য
	(খ)) সৈয়দ আসলাম আলী, প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী,) ইষ্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (চুক্তি নং-১) সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।				
১৭	(ক) জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব আবুল বাশার নির্বাহী প্রকৌশলী, (চ: দা:), সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ-৩, ঢাকা (সেতু পিরিয়ডিক মেইনটেনান্স বিভাগ)	(ক) খুলনা (খ) টাঙ্গাইল	(১) ঝালকাঠি (২) পিরোজপুর	বরিশাল বরিশাল	
১৮	(ক) জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান উপ প্রধান (কার্যক্রম ও এডিপি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব এ.বি.এম ছেরতাজুর রহমান প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নির্বাহী প্রকৌশলী), সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প, গুলশান-১, ঢাকা	(ক) চাঁদপুর (খ) রংপুর	(১) বরগুনা (২) পটুয়াখালী	বরিশাল পটুয়াখালী	
১৯	(ক) ড. সৈয়দা সালমা বেগম উপ-সচিব (জিএফডিপি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব বিকাশ চন্দ্র দাস, প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃ প্রঃ) ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভূলতায় ৪ লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা (গ) জনাব মোঃ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ সহকারী প্রধান সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ,ঢাকা	(খ) নোয়াখালী (খ) ফরিদপুর (গ) জামালপুর	(১) বগুড়া (২) জয়পুরহাট (৩) গাইবান্ধা	রংপুর বগুড়া	
২০	(ক) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার উপ-সচিব (রক্ষণাবেক্ষণ), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ শাহীন সরকার নির্বাহী প্রকৌশলী, রোড সেফটি বিভাগ, ঢাকা।	(ক) নরসিংদী (খ) বি-বাড়ীয়া	(১) রংপুর (২) কুড়িগ্রাম (৩)লালমনিরহাট	রংপুর রংপুর	
২১	(ক) জনাব তওহীদ আহমদ সজল সিনিয়র সহকারী প্রধান (কার্যক্রম ও এডিপি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (গ) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আযাদ নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ-১, ঢাকা। (ঘ) জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সহকারী সচিব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) মানিকগঞ্জ (খ) কুমিল্লা (গ) রংপুর	(১) নীলফামারী (২) দিনাজপুর (৩) পঞ্চগড় (৪) ঠাঁকুরগাঁও	রংপুর দিনাজপুর	
২২	(ক) বেগম যাহিদা খানম অতিরিক্ত সচিব (তদন্ত ও শৃংখলা) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোহাম্মদ রবিউল আলম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং বিভাগ, ঢাকা	(ক) ফরিদপুর (খ) জামালপুর	(১) রাজশাহী (২)চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৩) নওগাঁ	রাজশাহী রাজশাহী	
২৩	(ক) বেগম সুলতানা ইয়াসমীন উপ-সচিব (ঢাকা বিআরটি শাখা) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ মনির হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী ((চ: দা:), ও মাননিয়ন্ত্রন বিভাগ,ঢাকা	(ক) লালমনিরহাট (খ) বরিশাল	(১) সিরাজগঞ্জ (২) পাবনা (৩) নাটোর	রাজশাহী পাবনা	

পরিশিষ্ট-আ

২৩টি মনিটরিং টিম ও ৬৫টি সড়ক বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধনের জন্য জোনভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তালিকা

ক্রম	জোনের নাম	সড়ক বিভাগের সংখ্যা	মোট সড়ক বিভাগের সংখ্যা	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
১	রংপুর	১০	১৬	জনাব মোঃ ফারুক জলীল অতিরিক্ত সচিব
	রাজশাহী	০৬		
০২	খুলনা	১০	১৬	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
	বরিশাল	০৬		
০৩	ঢাকা	০৬	১২	জনাব সফিকুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব(বাজেট)
	ময়মনসিংহ	০৬		
০৪	চট্টগ্রাম	০৬	১২	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	কুমিল্লা	০৬		
০৫	গোপালগঞ্জ	০৫	০৯	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	সিলেট	০৪		

পরিশিষ্ট-ই

২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
১.	জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক (১৬১০)	সচিব	১৬.১১.২০১১
২.	জনাব মোঃ ফারুক জলীল (২৩০৭)	অতিরিক্ত সচিব	১১.১২.২০১৪
৩.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমএনডিসি (৩৬১১)	অতিরিক্ত সচিব	০৮.০১.২০১৫
৪.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম (৩৬৫১)	অতিরিক্ত সচিব	৩০.০৮.২০১৬
৫.	জনাব সফিকুল ইসলাম (৪৬৩০)	অতিরিক্ত সচিব	০২.০৮.২০০৯
৬.	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (৪৬৭৮)	অতিরিক্ত সচিব	১৫.০১.২০১২
৭.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (৪৬১৮)	অতিরিক্ত সচিব	০৪.০৫.২০১১
৮.	বেগম যাহিদা খানম (৪৯৫২)	অতিরিক্ত সচিব	২৬.০৯.২০১২
৯.	ড. মোঃ কামরুল আহসান (৪৬৬৮)	যুগ্মসচিব	১৬.০২.২০১৫
১০.	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ (৪৭৮৩)	যুগ্মসচিব	০৫.০৮.২০১২
১১.	জনাব মোঃ আবদুর রৌফ খান (৫২৪৮)	যুগ্মসচিব	২৮.০২.২০১২
১২.	জনাব চন্দন কুমার দে (৫৪৯২)	যুগ্মসচিব	২৮.১২.২০১০
১৩.	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার (৫৫১২)	যুগ্মসচিব	২৯.০১.২০১৪
১৪.	জনাব মোঃ এহছানে এলাহী (৫৫৯৫)	যুগ্মসচিব	০১.০৭.২০১৫
১৫.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান (৫৫৯৮)	যুগ্মসচিব	২০.০৬.২০০৬
১৬.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার (৫৬০৯)	যুগ্মসচিব	৩১.০১.২০১৬
১৭.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (০১৮৩)	যুগ্মপ্রধান	০৬.০১.২০১৬
১৮.	জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (৫৭৯০)	যুগ্মসচিব	০৫.০৮.২০১২
১৯.	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম (৪৫৪৯)	উপসচিব (মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব)	২৭.১১.২০১৪
২০.	বেগম তসলিমা কানিজ নাহিদা (৬৩৪০)	উপসচিব	২৯.০৩.২০১১
২১.	ড. সৈয়দা সালমা বেগম (৬৭১৯)	উপসচিব	০৪.০৭.২০১১
২২.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার (৬৭৬২)	উপসচিব	০২.১১.২০১৫
২৩.	জনাব সুলতানা ইয়াসমীন (৬৮২৬)	উপসচিব	১৪.০৫.২০১৫
২৪.	জনাব পরিতোষ হাজরা (৬৮৪৫)	উপসচিব	০২.০৯.২০১৪
২৫.	জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী (৬৮৭১)	উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	২৬.০৯.২০১৩
২৬.	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল (৭৬২২)	উপসচিব	০৫.০৫.২০১৪
২৭.	এম. কাজী এমদাদুল ইসলাম (১৫১০২)	উপসচিব	১৫.০৫.২০১৭
২৮.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন (১৫১৯৪)	উপসচিব	১৪.০৩.২০১৬
২৯.	জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল (১৫২৪৬)	উপসচিব	১৩.১০.২০১৪

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
৩০.	জনাব মোঃ মনছুরুল আলম (০২২৭)	উপপ্রধান	১৬.০৫.২০১৬
৩১.	জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল মোল্লা (০০৪০৫)	উপপ্রধান	১৫.০৪.২০১৪
৩২.	বেগম পারভীন সুলতানা (৬০১৯১৬)	উপপ্রধান	০৩.১১.২০১৬
৩৩.	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান (০৩২১)	উপপ্রধান	০২.১২.২০০৯
৩৪.	মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান (১৫৭৪০)	সিনিয়র সহকারী সচিব	৩০.০৯.২০১৪
৩৫.	জনাব আবুল তাহের মোঃ মহিদুল হক (০১৪০৬৫)	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	১৬.০১.২০১২
৩৬.	জনাব মো. আবু নাছের	সিনিয়র তথ্য অফিসার	৩১.০৯.২০১৪
৩৭.	জনাব তওহীদ আহমদ সজল (০৪৩৭)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০১-০৬-২০১৭
৩৮.	জনাব মোঃ মাহবুব-এ-এলাহী (৬০২২৭০)	সহকারী প্রধান	২১.১২.২০১৫
৩৯.	জনাব মোঃ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ	সহকারী প্রধান	১০.০৭.২০১৬
৪০.	জনাব শ্যামল রায়	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১৭.০৫.২০১৫
৪১.	জনাব এস, এম, সহিদ	সিস্টেম এনালিস্ট	২০.১০.২০১১
৪২.	জনাব কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন	প্রোগ্রামার	২৯.০৯.২০১১
৪৩.	জনাব আল-মাহমুদ প্রধান	প্রোগ্রামার	২৬.১০.২০১১
৪৪.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১২.২০১০
৪৫.	বেগম নার্গিস আক্তার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.০৬.২০১১
৪৬.	বেগম সুচিত্রা বিশ্বাস	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১.১১.২০১২
৪৭.	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী (১১২৫১)	সহকারী সচিব	০৯.০৪.২০১৩
৪৮.	জনাব মোহাঃ লিয়াকত আলী খান (১১২৯০)	সহকারী সচিব	১৫.০৪.২০১৩
৪৯.	মোঃ লিয়াকত আলী (১১৩৭৩)	সহকারী সচিব	১০.০৫.২০১৬
৫০.	জনাব মোঃ দুলাল মিঞা (১১৪১০)	সহকারী সচিব	১৮.০৬.২০১৭
৫১.	জনাব মোহাম্মদ আবু ছাবের	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩১.০৮.২০১০

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

রূপকল্প

আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী, মানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের আওতাধীন সর্বমোট ২১,৩০২.০৮ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের বিন্যাস নিম্নরূপ:

মহাসড়কের শ্রেণী	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	মন্তব্য
জাতীয় মহাসড়ক (এন)	৯৬	৩,৮১২.৭৮	৮-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক : ১৭.৫০ কিলোমিটার ৬-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক : ২০.৬০ কিলোমিটার ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক : ৪২৬.৭৯ কিলোমিটার
আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর)	১২৬	৪,২৪৬.৯৭	প্রশস্ততা: ৫.৫০ মিটার এবং ৭.৩০ মিটার
জেলা মহাসড়ক (জেড)	৬৫৪	১৩,২৪২.৩৩	প্রশস্ততা: ৩.৭০ মিটার এবং ৫.৫০ মিটার
মোট	৮৭৬	২১,৩০২.০৮	

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের ও দৈর্ঘ্যের ৪,৪০৪টি সেতু, ১৪,৮১৪টি কালভার্ট ও ৩৯টি ফেরি ঘাট রয়েছে। সওজ অধিদপ্তর ১০টি জোন, ২১টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগ এবং ১২৯টি উপবিভাগের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে (জিওবি) ১২০টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১৪টি মোট ১৩৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি বরাদ্দ ৬৬৯০.৫৩ কোটি টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ১৫০৮.৭৫ কোটি টাকা মোট বরাদ্দ ৮১৯৯.২৮ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে মোট ৮১৮৪.৯৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৯.৮৩%। জিওবি বরাদ্দের ৬৬৮১.০৬ কোটি টাকা (৯৯.৮৬%) এবং বৈদেশিক সহায়তার ১৫০৩.৮৯ কোটি টাকা (৯৯.৬৮%) ব্যয় হয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়নের এ উচ্চ হার ধারাবাহিকভাবে অর্জন করা হচ্ছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	এডিপি বাস্তবায়নের হার
২০১৬-১৭	১৩৪	৮১৯৯.২৮	৯৯.৮৩%
২০১৫-১৬	১৩২	৫৯৯০.৩২	৯৯.৮৬%
২০১৪-১৫	১২৬	৩৯৮৮.৫১	৯৯.৬৩%
২০১৩-১৪	১৪৫	৩৪৬৫.০৪	৯৯.৬৮%
২০১২-১৩	১৫২	৩৩৮২.৮৭	৯৯.৬২%
২০১১-১২	১৬৮	২৪৩০.৯০	৯৪.৯৪%

২০১৬-১৭ অর্থবছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১৩৪টি। এ সকল প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে:

- ২৬৪.৮৭ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ৯৮৪.৫০ কিলোমিটার সার্ফেসিং
- ১৯.৮৭ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ৬৩৬.৩৯ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ
- ৩৫৩.৯৬ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ
- ৬৯টি (৪৭১৮.০০ মিটার) কংক্রিট সেতু নির্মাণ
- ২৭১টি (১৪২৪.০০ মিটার) আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জিওবি অর্থায়নে ৪৯টি প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪৪টি, সেতু নির্মাণ প্রকল্প ০৩টি, ফেরী ও পন্টুন পুনর্বাসন প্রকল্প ১টি ও প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত প্রকল্প ১টি। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

ক. মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. ঢাকা-চট্রগ্রাম জাতীয় মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ (দাউদকান্দি-চট্রগ্রাম অংশ)

২. গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়ক নির্মাণ

৩. চট্রগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের (অক্সিজেন মোড়) হাটহাজারী অংশ ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ

৪. বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই মহাসড়ক উন্নয়ন (২য় পর্যায়)

৫. রিকাবীবাজার-রামপাল-দিঘীরপাড়-বাংলাবাজার-মুন্সিগঞ্জ সদর -নয়াগাঁও-মুক্তারপুর মহাসড়ক (নয়াগাঁও হাসপাতাল সংযোগ মহাসড়কসহ)

৬. জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক উন্নয়ন

৭. বানিয়াচং-নবীগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণ

৮. গোয়ালন্দ-ফরিদপুর-তারাইল মহাসড়ক উন্নয়ন

৯. বাজুনিয়া-গাইবান্দাসুর-সাতপার-হাতিয়ারা-রামদিয়া (রামদিয়া বাজার বাইপাস সহ) মহাসড়ক নির্মাণ

১০. চরফ্যাশন-চরমানিকা-বাবুরহাট-লঞ্চঘাট মহাসড়ক নির্মাণ

১১. নকলা-নালতিবাড়ী-নাকুগাঁও-স্থল বন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন

১২. মির্জাপুর-ওয়ার্সি-বালিয়া মহাসড়ক নির্মাণ

১৩. ইটনা-বড়ইবাড়ী-চামড়াঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন

১৪. টেকনাফ-শাহপরীর দ্বীপ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ

১৫. বিরিশিরি-বিজয়পুর স্থলবন্দর মহাসড়ক নির্মাণ (মাদুপাড়া সংযোগসহ)

১৬. সীমান্ত মহাসড়ক (হাতিপাগার-সন্ধ্যাকুড়া-ধনুয়া-কামালপুর মহাসড়ক নির্মাণ।

১৭. বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় ২টি মহাসড়ক উন্নয়ন

১৮. নওগাঁও-বদলগাছী-পত্নীতলা মহাসড়ক উন্নয়ন এবং মহাদেবপুর ও বদলগাছী সেতু নির্মাণ

১৯. পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

২০. শহীদ এম মনসুর আলী (পিপুরবাড়ীয়া-সোনামুখী-ধুনট) মহাসড়ক উন্নয়ন

২১. দোহার-কাটাখালী-নিকড়া-গালিমপুর-টিকরপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

২২. জয়নাল আবেদীন ভূইয়া মহাসড়ক (লাকসাম-দৌলতগঞ্জ-লাঙ্গালকোট-কোদালিয়া-ঢালুয়া-চিওড়া বাজার মহাসড়ক) উন্নয়ন

২৩. গৌরীপুর-হোমনা মহাসড়কটি কুমিল্লা-সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণ

২৪. ইমপ্রুভমেন্ট অব রোড সেফটি এ্যাট ব্ল্যাক স্পটস অন ন্যাশনাল হাইওয়েস শীর্ষক প্রকল্প

২৫. মগবাড়ী-বাগমারা-ভুশ্চি-বাংগড্ডা মহাসড়ক উন্নয়ন

২৬. রৌমারী-তুরা স্থল বন্দর মহাসড়ক নির্মাণ

২৭. জামালপুর শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণসহ জামালপুর-ইসলামপুর-দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

২৮. মতলব-মেঘনা-ধনগোদা-বেড়ীবাঁধ মহাসড়কের অবশিষ্টাংশ উন্নয়ন।

২৯. গোদাবাড়ী-আমনুরা-নাচোল-পার্বতীপুর-আড্ডা মহাসড়ক উন্নয়ন

৩০. লালমাই-বরুড়া-ঝলম-আড্ডা-জগৎপুর মহাসড়ক উন্নয়ন (লালমাই-ঝলম-আড্ডা অংশ)

৩১. কসবা-কুটি মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (জেড-১২০১)

৩২. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জোন)

৩৩. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম জোন)

৩৪. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা জোন)

৩৫. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন)

৩৬. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রংপুর জোন)

৩৭. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী জোন)

৩৮. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা জোন)

৩৯. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল জোন)

৪০. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনসিংহ জোন)

৪১. জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (গোপালগঞ্জ জোন)

৪২. টেকনাফ-রামু-গ্যারিসন-মরিচ্যা-পালং সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প

৪৩. কক্সবাজার-টেকনাফ-মেরিন ড্রাইভ মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প-৩য় পর্যায় (শিলখালী থেকে টেকনাফ)

৪৪. জিয়া কলোনী হতে আইএসএসবি গেট হয়ে এয়ারপোর্ট গেট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন।

খ. সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. রাজাপুর-কাঁঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা সড়কের ৩২তম কিলোমিটারে আমুয়া বিশখালী নদীর উপর ২১৭.৬৮ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

২. পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন সড়কের ১২তম কিলোমিটারে এলেনজানী নদীর উপর ৯৩.০২ মিটার নাল্লাপাড়া পিসি গার্ডার সেতু এবং বালিয়া-ওয়ার্সি-মির্জাপুর সড়কে ২টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৩. বখতারমুন্সী-কাজিরহাট-দাগনভূঞা সড়কের ১১তম কিলোমিটারে ছোট ফেনী নদীর উপর ৯৪.৩১ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

গ. অন্যান্য প্রকল্প

১. ফেরী ও পল্টুন নির্মাণ/ পুনর্বাসন

ঘ. প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত প্রকল্প

১. মদনপুর-দিরাই-শাল্লা সড়কের দিরাই-শাল্লা সড়কাংশ নির্মাণ

নতুন অনুমোদিত প্রকল্প

২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ৪৬টি (জিওবি অর্থায়নে ৪২টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ৪টি)। তন্মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪টি (বৈদেশিক সহায়তায় ৩টি), সেতু নির্মাণ প্রকল্প ১০টি, কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১টি (বৈদেশিক সহায়তায়) ও সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প ১টি।

ক. মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানিগঞ্জ(বসুরহাট)-দাগনভুঁইয়া মহাসড়ক এর বিপদজনক বাঁক সরলীকরণ
২. ঝিনাইদহ-হরিনাকুন্ডু মহাসড়ক উন্নয়ন এবং সার্কিট হাউস লিংক রোড মজবুতীকরণ ও প্রশস্থকরণ
৩. সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II : এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ
৪. শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন
৫. জিয়া কলোনী হতে আইএসএসবি গেট হয়ে এয়ারপোর্ট গেট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন
৬. টঙ্গী-কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল-পাঁচদোনা আঞ্চলিক মহাসড়কের শহীদ ময়েজউদ্দিন সেতু হতে পাঁচদোনা পর্যন্ত অংশ জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ
৭. ঘুর্ণিঝড় 'রোয়ানু' ক্ষতিগ্রস্ত কুতুবদিয়া-আজম জেলা মহাসড়ক এবং একতাবাজার-পহরচাঁদা-পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট জেলা মহাসড়কের পেকুয়াবাজার-মগনামাঘাট অংশ উন্নয়ন
৮. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ (গোপালগঞ্জ জোন)
৯. আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী মহাসড়ক নির্মাণ
১০. মহালছড়ি-সিন্দুকছড়ি-জালিয়াপাড়া মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ (১ম পর্যায়)
১১. যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের যশোর অংশ (পালবাড়ী হতে রাজঘাট অংশ) যথাযথ মানে উন্নীতকরণ
১২. ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের রামরাইল ব্রিজ এপ্রোচ থেকে পুনিয়ট মোড় পর্যন্ত মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ
১৩. যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ
১৪. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন (ঢাকা জোন)
১৫. হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথমানে ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ
১৬. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন (রাজশাহী জোন)
১৭. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন (কুমিল্লা জোন)
১৮. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন (খুলনা জোন)
১৯. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন (রংপুর জোন)
২০. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন (ময়মনসিংহ জোন)
২১. থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি মহাসড়ক নির্মাণ
২২. সিলেট শহর বাইপাস-গ্যারিসন লিংক টু শাহ পরাণ সেতু ঘাট মহাসড়ক ৪ লেন মহাসড়কে উন্নয়ন
২৩. খালিশপুর-মহেশপুর-দত্তনগর-জিন্নানগর-যাদবপুর মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন
২৪. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন (সিলেট জোন)
২৫. বাগেরহাট -চিতলমারী-পাটগাতী মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নয়ন
২৬. নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার হেতেমদি থেকে সাগরদী বাজার পর্যন্ত সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ
২৭. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন (চট্টগ্রাম জোন)
২৮. নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন
২৯. লাঙ্গালবন্দ- কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনার বাড়ী পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ (ভূমি অধিগ্রহণ)
৩০. কুড়িগ্রাম-রাজারহাট-তিস্তা জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন
৩১. গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরন (বরিশাল জোন)

৩২. আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চারলেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ

৩৩. জামালপুর শহরের গেইটপাড় এলাকায় রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ

৩৪. চরখালী-তুষখালী-মঠবাড়িয়া-পাথরঘাটা মহাসড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ

খ. সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. গৌরীপুর-কচুয়া-হাজীগঞ্জ মহাসড়কে বাঁক সরলীকরণসহ ৪৪.০২ মিটার দীর্ঘ সাচার সেতু এবং ৪টি আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ

২. লক্ষীপুর-চরআলেকজান্ডার-সোনাপুর জেলা মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে পিয়ারাপুর সেতু ও ৫২তম কিলোমিটারে চেউয়াখালী সেতু নির্মাণ

৩. গোবিন্দগঞ্জ - ছাতক - দোয়ারাবাজার মহাসড়কের ছাতকে সুরমা নদীর উপর সেতুর অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ

৪. বগুড়া - সারিয়াকান্দি মহাসড়কের ০৩টি বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন (২টি সেতু, ১টি কালভার্ট) ও ১টি ক্ষতিগ্রস্থ আরসিসি সেতু পুনর্নির্মাণ

৫. জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়কে ৩টি পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৬. চট্টগ্রাম জেলার জরাজীর্ণ ও সংকীর্ণ কালারপোল-ওহিদিয়া সেতুর স্থলে ১৮০.৩৭৩ মিটার সেতু নির্মাণ

৭. মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রীট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন (প্রথম পর্যায়)

৮. বরিশাল-ঝালকাঠী-রাজাপুর-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ৪৬তম কিলোমিটারে পোনা নদীর উপর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৯. বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চেংগী নদীর উপর ৫০০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ

১০. নড়াইল-কালিয়া জেলা মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে কালিয়া নামক স্থানে নবগঙ্গা নদীর উপর কালিয়া সেতু নির্মাণ

গ. কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

১. ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

ঘ. অন্যান্য প্রকল্প

১. মহাসড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প

উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৩,৪৩৯.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯০.৪৮ কিলোমিটার মহাসড়ক ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২৩টি সেতু, ২৪২ টি কালভার্ট, ৩টি রেলওয়ে ওভারপাস, ২টি আন্ডারপাস, ৩৪টি ষ্টীল ফুটওভারব্রীজ এবং ৬১টি বাস বে ও বাস স্টপ নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের স্বার্থে ৬টি কবরস্থান, ১৩টি মসজিদ, ২টি মন্দির এবং ১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সরকারী স্থাপনা স্থানান্তর করতে হয়েছে। মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নয়নের ফলে রাজধানী ঢাকার সাথে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের যাতায়াত দ্রুত ও নিরাপদ হয়েছে।

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক

ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

১,৮১১.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৭.১৮ কিলোমিটার মহাসড়ক ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। এ মহাসড়কে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ৫টি সেতু, ১৫৫ টি কালভার্ট, ৯০০ মিটার দীর্ঘ মাওনা ফ্লাইওভার, ১টি রেলওয়ে ওভারপাস, ৪টি ষ্টীল ফুটওভারব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য ও মহাসড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মহাসড়কের মিডিয়ানে বৃক্ষের চারা রোপণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নয়নের ফলে ঢাকার সাথে ময়মনসিংহের সড়ক যোগাযোগ দ্রুত ও নির্বিঘ্ন হয়েছে।

৪ লেনে উন্নীত ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৬৫৪টি মহাসড়ক সমন্বয়ে ১৩,২৪২.৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গঠিত, যা সমগ্র মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ৬২.১৬ শতাংশ। বিদ্যমান জেলা মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারের নিমিত্ত ১,০৬২.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি সড়ক জোনের প্রত্যেকটিতে ১টি করে ১০টি পৃথক জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ১৭৩টি জেলা মহাসড়কের ১,৬৯৩.১২ কিলোমিটার সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়ক নির্মাণ

রাজধানী ঢাকা ও গাজীপুর মহানগরীকে বাইপাস করে নরসিংদী জেলার ইটাখোলা নামক স্থান দিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ২২৭.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬টি সেতু ও ২৪টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়ক

নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন

শেরপুর জেলার নাকুগাঁও স্থলবন্দর দিয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ও আমদানী-রপ্তানী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০৭.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন ও সরলীকরণ করা হয়েছে।এ প্রকল্পের আওতায় ৪.৭০ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ২২.৫০ কিলোমিটার পেভমেন্ট পুন:নির্মাণ, ৭টি আরসিসি সেতু (৩৩৩.০০ মিটার) ও ২১টি আরসিসি কালভার্ট (৮৬.০০ মিটার) নির্মাণ করা হয়েছে।

নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর মহাসড়ক

চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়) হতে হাটহাজারী পর্যন্ত ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ

১৯০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়)-হাটহাজারী অংশ ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ১২.৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ১টি সেতু (১৮.০০ মিটার) ও ২৩টি কালভার্ট (১৩৭.৫০ মিটার) নির্মাণ/প্রশস্তকরণ এবং ১২৮৭.০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এর ফলে চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলার যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

৪ লেনে উন্নীত চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়) - হাটহাজারী মহাসড়ক

পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে শেখ কামাল সেতু, শেখ জামাল সেতু ও শেখ রাসেল সেতু

১৭৫.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে খেপুপাড়া নামক স্থানে আন্ধারমানিক নদীর উপর ৮৯৩.১০ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ কামাল সেতু, হাজীপুর নামক স্থানে সোনাতলা নদীর উপর ৪৮৩.৭২ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ জামাল সেতু ও মহীপুর ও আলীপুর নামক স্থানের মধ্যবর্তী খাপড়াভাঙ্গা নদীর উপর ৪০৮.৩৬ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে সাগরকন্যা কুয়াকাটার সাথে সারা দেশের মহাসড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখ শহীদ শেখ রাসেল সেতু এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ শহীদ শেখ কামাল সেতু ও শহীদ শেখ জামাল সেতু উদ্বোধন করেন।

শেখ কামাল সেতু

শেখ জামাল সেতু

শেখ রাসেল সেতু

ইমপ্রুভমেন্ট অফ রোড এ্যাট ব্ল্যাক স্পটস অন ন্যাশনাল হাইওয়েস

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্কে চিহ্নিত ১২১টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান (Black Spot) এর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ১৬৮.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে মহাসড়ক নেটওয়ার্কে ইতোমধ্যে চিহ্নিত সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। নতুন Black Spot চিহ্নিত করার জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই মহাসড়ক উন্নয়ন

চাঁদপুর ও কুমিল্লা জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের নিমিত্ত ১২৭.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই মহাসড়ক উন্নয়নের আওতায় বাঁক সরলীকরণের নিমিত্ত ৮.৪০ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ৩৪.৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত, ৫টি সেতু এবং ১৩টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই মহাসড়ক

পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের নিমিত্ত ১২০.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৭.৫৯ কিলোমিটার দীর্ঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক মজবুতীকরণসহ ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করা হয়েছে।

পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক

ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প

ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বিদ্যমান ৩৯টি ফেরীঘাটের (পরিশিষ্ট-ক) ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়নের নিমিত্ত ১২০.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি ফেরী ও ৬টি পন্টুন নতুন নির্মাণ, ১৭টি ইঞ্জিন ও প্রপালশন ইউনিটসহ ২৭টি নতুন ইঞ্জিন সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও ৯টি ইঞ্জিন ওভারহলিং এবং ১৯টি ফেরী ও ২৬টি পন্টুনের পুনর্বাসন/ মেরামত করা হয়েছে।

মির্জাপুর-ওয়ার্সী-বালিয়া মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প

টাঙ্গাইল জেলার সাথে মানিকগঞ্জ জেলার সংক্ষিপ্ত মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দ্যেশে ১০১.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ মির্জাপুর-ওয়ার্সী-বালিয়া মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় নির্মাণ করা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের সুবিধার্থে নবনির্মিত মহাসড়কটিতে এ প্রকল্পের আওতায় ৩টি সেতু ও ১৭ টি কালভার্ট এবং পাকুল্লা-দেলদুয়ার-এলাসিন মহাসড়কে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মির্জাপুর-ওয়ার্সী-বালিয়া মহাসড়কে আরো ২টি সেতু (পোস্তকুমারী ও রাওয়াল) নির্মাণ করা হয়েছে।

মির্জাপুর-ওয়ার্সী-বালিয়া মহাসড়ক

বাজুনিয়া-গান্ধাসুর-সাতপার-হাতিয়ারা-রামদিয়া মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

গোপালগঞ্জ জেলায় ৯৬.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বাজুনিয়া-গান্ধাসুর-সাতপার-হাতিয়ারা-রামদিয়া মহাসড়ক উন্নয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৭.১৭ কিলোমিটার মহাসড়ক নতুন নির্মাণ, ৩.১৫ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ, ১৭.৯৩ কিলোমিটার মহাসড়কের প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীতকরণসহ মজবুতীকরণ এবং ১২ টি সেতু ও ১৩ টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

সীমান্ত মহাসড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধনুয়া কামালপুর) নির্মাণ

১০৭.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর)নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তম্মধ্যে শেরপুর জেলার ৪০ কিলোমিটার ও জামালপুর জেলার ১০ কিলোমিটার সীমান্ত মহাসড়ক রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ৩৪ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, ৭টি সেতু (চের আলী সেতু, নকশী সেতু, কালগুয়া সেতু, শিনজারা সেতু, লাউয়াছাপড়া সেতু, সাতানিপাড়া সেতু ও মরাগঙ্গা সেতু) এবং ৬৩টি বক্স কালভার্ট (১৫০ মিটার) নির্মাণ করা হয়েছে।

হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর মহাসড়ক

অনুন্নয়ন (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খাত

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সড়ক, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১৪৯০.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সারাদেশে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে:

- ১৯৩.০০ কিলোমিটার কার্পেটিং
- ১১১২.৭১ কিলোমিটার ওভারলে
- ৪৩.৭৫ কিলোমিটার ডিবিএসটি
- ১২৯৪.০০ কিলোমিটার মেরামত
- ৮.৮৫ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ৪১টি সেতু (১৫৫২.৮১ মিটার) পুনর্নির্মাণ
- ৪১টি কালভার্ট (৩৭২.৫৬ মিটার) পুনর্নির্মাণ

পিএমপির আওতায় সংস্কারকৃত হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিম্নে বর্ণিত ৬টি স্থাপনা উদ্বোধন করেনঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে দেশের সিংহভাগ পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হয়ে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে এ মহাসড়কে মোটরযান চলাচলের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দাউদকান্দি টোল প্লাজা থেকে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত বিদ্যমান ২-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে রাজধানী ঢাকার সাথে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের যাতায়াত দ্রুত ও নিরাপদ হয়েছে।

ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

বাংলাদেশের শিল্পাঞ্চল সমৃদ্ধ গাজীপুর এবং মৎস্য ও কৃষিজ সম্পদ ভান্ডারখ্যাত বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনসাধারণের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কটির ভূমিকা অপরিসীম। সাধারণ মানুষের চলাচল ও পণ্য পরিবহন সুবিধা বিবেচনা করে জয়দেবপুর হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত মহাসড়ক ২-লেন হতে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। এ মহাসড়ক ব্যবহার করে পূর্বের তুলনায় মানুষ দ্রুত, স্বচ্ছন্দে ও আরামদায়ক পরিবেশে ঢাকা হতে ময়মনসিংহ যাতায়াত করতে পারছেন এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ জুলাই ২০১৬ তারিখ ৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক যানবাহন চলাচলের জন্য মহাসড়কটি উদ্বোধন করেন

ঢাকা - পদ্মা সেতু - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

পদ্মা সেতু ব্যবহার করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে যাতায়াত নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুততর করার নিমিত্ত যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে মাওয়া পর্যন্ত (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক রোডসহ) এবং পাঁচ্চর থেকে ভাংগা পর্যন্ত ৫৪.২৩ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নীচে দিয়ে ৫.৫০ মিটার পৃথক সার্ভিস লেন ও মাঝ বরাবর ৫.০০ মিটার প্রশস্ত মিডিয়ানসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এ মহাসড়কে ৬টি ফ্লাইওভার, ৪টি রেলওয়ে ওভারপাস, ১৫টি আন্ডারপাস এবং ৩টি ইন্টারচেঞ্জ থাকবে। এ সব সুবিধা সংযোজনের ফলে মহাসড়কটি একটি এক্সপ্রেসওয়েতে রূপান্তরিত হবে, যেটি হবে বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম

এক্সপ্রেসওয়ে। এ মহসড়কে পূর্বের ৩টি বড় সেতুর (ধলেশ্বরী-১, ধলেশ্বরী-২ ও হাজী শরীয়তউল্লাহ) পাশে আরো ১টি করে নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে। এ এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল থেকে ঢাকা মহানগরী বাইপাস করে যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন হয়ে দেশের পূর্বাঞ্চলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন নিরাপদ, সময় সাশ্রয়ী ও সহজ হবে। উল্লেখ্য, এ মহাসড়কটি এশিয়ান হাইওয়ে - ১ এর অংশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখ গনভবন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঢাকা-পদ্মা সেতু-ভাংগা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

৮-লেনে উন্নীত যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর জাতীয় মহাসড়ক

ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কে প্রবেশ ও বহির্গমন যানজটমুক্ত করার নিমিত্ত ১২৭.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়কাংশ ৮-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা বিবেচনায় সেন্টার লাইন বরাবর ডিভাইডার, ৪টি ফুট ওভারব্রীজ, প্রয়োজনীয় স্থানে ফুটপাথ এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর জাতীয় মহাসড়ক অংশের যানজট ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ আগষ্ট, ২০১৬ তারিখ গনভবন থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৮-লেনবিশিষ্ট যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর জাতীয় মহাসড়কের শুভ উদ্বোধন করেন

মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়কে নতুন বাজার সেতু

মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়কে যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার নিমিত্ত মহাসড়কটির ১ম কিলোমিটারে নবগঙ্গা নদীর উপর পুরাতন ও সংকীর্ণ সেতুটি প্রতিস্থাপন করে পিএমপি (সেতু/কালভার্ট) এর আওতায় ৪.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০.৫০ দীর্ঘ নতুন বাজার সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে নতুন বাজার সেতু শুভ উদ্বোধন করেন

মাগুরা-শ্রীপুর জেলা মহাসড়কে ১ম কিলোমিটারে নবগঙ্গা নদীর উপর নির্মিত নতুন বাজার সেতু

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ

কক্সবাজার জেলা সদর হতে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেষে টেকনাফ উপজেলার সাবরাং এর সাথে সরাসরি মহাসড়ক পথে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ-সাবরাং মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ করা হয়েছে। মেরিন ড্রাইভটি সাবরাং অর্থনৈতিক পর্যটন অঞ্চলকে সংযুক্ত করায় বিদেশী পর্যটক আকর্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ মে ২০১৭ তারিখ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ এর শুভ উদ্বোধন করেন

কক্সবাজার-টেকনাফ-সাবরাং মেরিন ড্রাইভ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত স্থাপনা

২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নে বর্ণিত ৭টি স্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেনঃ

বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়কে খৈলসাকুড়ি সেতু, জয়ভোগা সেতু ও হাটফুলবাড়ী সেতু

বগুড়া-সারিয়াকান্দি জেলা মহাসড়কে বিদ্যমান ক্ষতিগ্রস্থ ও অপ্রশস্ত বেইলি সেতুর স্থলে মহাসড়কটির ৮ম কিলোমিটারে ৩.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪.৮০ মিটার দীর্ঘ খৈলসাকুড়ি সেতু, ১২তম কিলোমিটারে ৪.৪৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪০.০০ মিটার দীর্ঘ জয়ভোগা সেতু এবং ১৮তম কিলোমিটারে ৭.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৪.০২ মিটার দীর্ঘ হাটফুলবাড়ী সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ তারিখে বগুড়া জেলা সফরকালে এ সকল সেতুসমূহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেতুসমূহের নির্মাণ সম্পন্ন হলে জেলা সদর বগুড়ার সাথে গাবতলী ও সারিয়াকান্দি উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ সহজতর ও নিরাপদ হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক খৈলসাকুড়ি সেতু, জয়ভোগা সেতু ও হাটফুলবাড়ী সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

লক্ষ্মীপুর শহর সংযোগ সেতু এবং লক্ষ্মীপুর-চরআলেকজান্ডার-সোনাপুর জেলা মহাসড়কে পিয়ারাপুর সেতু ও চেউয়াখালী সেতু

পিএমপি (সেতু) এর আওতায় লক্ষীপুর শহর সংযোগ মহাসড়কে ৩.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৪.৪০মিটার দীর্ঘ লক্ষীপুর শহর সংযোগ সেতু এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ৩০.৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে লক্ষীপুর-চরআলেকজান্ডার-সোনাপুর জেলা মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে ৮২.১০ মিটার দীর্ঘ পিয়ারাপুর সেতু ও ৫২তম কিলোমিটারে ৮১.৮৭ মিটার দীর্ঘ চেউয়াখালী সেতু নির্মাণাধীন রয়েছে। এ সকল সেতুসমূহ নির্মিত হলে উক্ত মহাসড়কে যান চলাচল সহজতর হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে এ সেতুসমূহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

জাতীয় মহাসড়কের (এন-৭) মাগুরা শহর (রামনগর হতে আবালপুর পর্যন্ত) অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

মাগুরা শহর অংশের যানবাহন চলাচল নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার নিমিত্ত দৌলতদিয়া-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা মহাসড়কের মাগুরা শহর অংশের মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯১.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় রামনগর মোড় থেকে আবালপুর পর্যন্ত ১০.১৫ কিলোমিটার মহাসড়ক ৭.৩০ মিটার থেকে ১০.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং পল্লী বিদ্যৎ মোড় হতে পুলিশ লাইন পর্যন্ত ৪.০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ মার্চ ২০১৭ তারিখে দৌলতদিয়া-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা জাতীয় মহাসড়কের মাগুরা শহর অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গাজীপুর জেলায় উলুখোলা-আব্দুল্লাহপুর মহাসড়ক, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে পদুয়ার বাজার ফুটওভার ব্রীজ, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের দাউদকান্দি টোল প্লাজায় এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন, পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে কুশিয়ারা নদীর উপর রানীগঞ্জ সেতুর নির্মাণ কাজ, ২য় কাঁচপুর সেতুর নির্মাণ কাজ, ২য় গোমতী সেতুর নির্মাণ কাজ, ফতুল্লা-মুন্সিগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া মহাসড়কে ২৪তম কিলোমিটারে ৪৮.৮০ মিটার দীর্ঘ তুলকাই সেতু, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল থেকে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ এবং ৩য় কর্ণফুলী সেতুর এপ্রোচ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন। এগুলোর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

উলুখোলা-আব্দুল্লাহপুর মহাসড়ক

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা জোন) এর আওতায় ১.০ কিলোমিটার দীর্ঘ উলুখোলা-আব্দুল্লাপুর মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

উলুখোলা-আব্দুল্লাপুর মহাসড়ক

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ২ জুলাই ২০১৬ তারিখ উলুখোলা-আব্দুল্লাপুর মহাসড়ক শুভ উদ্বোধন করেন

পদুয়ার বাজার ফুটওভার ব্রীজ

পথচারীদের নিরাপদে মহাসড়ক পারাপারের নিমিত্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পদুয়ার বাজার ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ২০ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে এ ফুটওভার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন করেন।

দাউদকান্দি টোল প্লাজায় এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

মহাসড়কের স্থায়ীত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মহাসড়কের জন্য হুমকি ওভারলোড নিয়ন্ত্রণকল্পে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের দাউদকান্দি টোল প্লাজায় এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ১৬ জুন ২০১৭ তারিখে এ স্থাপনার শুভ উদ্বোধন করেন।

রানীগঞ্জ সেতু নির্মাণ

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ১৪ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের মিসিং লিংক রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর রানীগঞ্জ সেতুর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কর্তৃক রানীগঞ্জ সেতুর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

২য় কাঁচপুর ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ২য় কাঁচপুর সেতু এবং ২য় গোমতী সেতুর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কর্তৃক ২য় কাঁচপুর সেতু এবং ২য় গোমতী সেতুর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

তুলকাই সেতু

১৪৭.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপনের প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ফতুল্লা-মুন্সিগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে ২৪তম কিলোমিটারে ৪৮.৮০ মিটার দীর্ঘ তুলকাই সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে সেতুটির নির্মাণ কাজের শুভ সুচনা করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কর্তৃক তুলকাই সেতুর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল থেকে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ

৭৪.৩১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল থেকে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে মহাসড়কটির ঝুঁকিপূর্ণ এ অংশের দুর্ঘটনার হার হ্রাস পাবে। এছাড়া পটিয়া বাজার অংশের যানজট দূর হবে। মাননীয় মন্ত্রী ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে এ প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল থেকে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ কাজের শুভ উদ্বোধন

৩য় কর্ণফুলী সেতুর সংযোগ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

শাহ আমানত (রঃ) সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু) এর উভয় প্রান্তের যানজট নিরসনে ৩৪৬.৫৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেতুর চট্টগ্রাম প্রান্তে বহদ্দারহাট থেকে সেতু পর্যন্ত ৫.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে এবং কক্সবাজার প্রান্তে ৩.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী ০৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে এ প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কর্তৃক ৩য় কর্ণফুলী সেতুর এপ্রোচ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ কাজের শুভ উদ্বোধন

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত স্থাপনা

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মাননীয় মন্ত্রী ফতুল্লা-মুন্সিগঞ্জ-লৌহজং মহাসড়কে পাঠানবাড়ী সেতু ও টংগিবাড়ী সেতু নির্মাণ কাজের, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্পের আওতায় গাজীপুরা ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের এবং নিমতলী-সিরাজদিখান মহাসড়কে ইমামগঞ্জ সেতুসহ ১১টি কংক্রিট সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এগুলোর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

মুন্সিগঞ্জ জেলায় পাঠানবাড়ী সেতু ও টংগিবাড়ী সেতু

ফতুল্লা-মুন্সিগঞ্জ- লৌহজং মহাসড়কের যান চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন করার নিমিত্ত মহাসড়কটির ১৯ তম কিলোমিটারে ৩১.৯২ মিটার দীর্ঘ টংগিবাড়ি সেতু ও ২৫তম কিলোমিটারে ৩৭.৯২ মিটার দীর্ঘ পাঠানবাড়ি সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এ দুটি সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

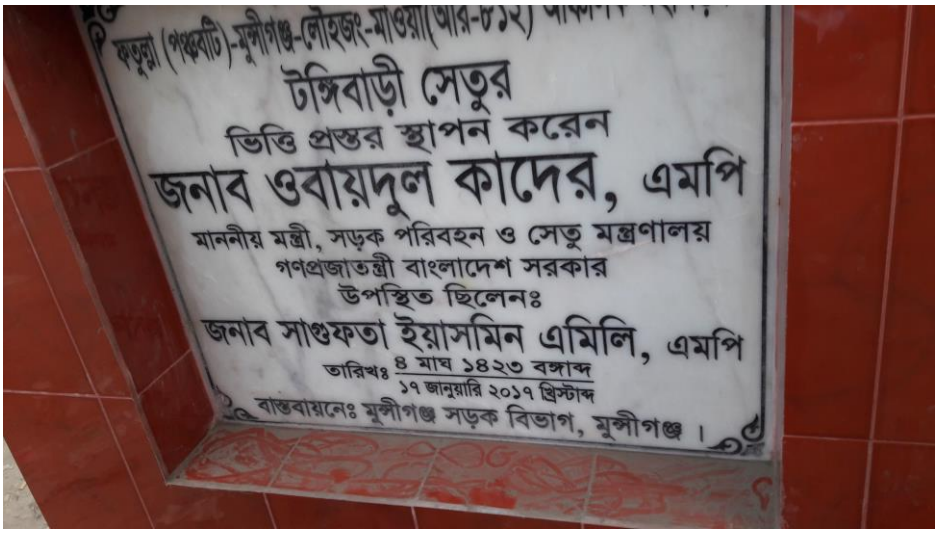

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ
টঙ্গীবাড়ী সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

গাজীপুরা ফ্লাইওভার

গাজীপুর ও ঢাকার মধ্যে দ্রুত ও নিরাপদে যাতায়াতের সুবিধার্থে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ৩১ মার্চ ২০১৭ তারিখ বিআরটি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন গাজীপুরা ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কর্তৃক গাজীপুরা ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

মুন্সিগঞ্জ জেলায় ইমামগঞ্জ সেতু

নিমতলী-সিরাজদিখান মহাসড়কে ইমামগঞ্জ সেতুসহ ১১টি কংক্রিট সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ১৪ মে ২০১৭ তারিখ এ সকল সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সহসাই সমাপ্ত হবে এমন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

গত অর্থ-বছর বা তদ্‌পূর্বে গৃহীত প্রকল্পের মধ্যে ৩৮টি প্রকল্প আগামী অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা ক্রমান্বয়ে প্রদান করা হল:

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক উন্নয়ন

ঐতিহাসিক মুজিবনগরের সাথে দেশের মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে ২৮৬.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক

মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-ভায়া কাজিরটেক ব্রীজ হতে শরীয়তপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর নবনির্মিত আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু ও নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে ১৯১.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাদারীপুর জেলার মোস্তফাপুর থেকে ডিসি ব্রীজ পর্যন্ত ৭.০০ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ডিসি ব্রীজ থেকে শরিয়তপুর পর্যন্ত ১৪.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং বামনাতলা থেকে আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত ১.৭৫ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৬৫%।

৪-লেনে উন্নীত মাদারীপুর-শরীয়তপুর মহাসড়ক

বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিধখালী-বরগুনা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

১৪৪.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা মহাসড়ক ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ ও মজবুতিকরণের কাজ চলতি অর্থ-বছরে শেষ হবে।

বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা মহাসড়ক

শীতলক্ষ্যা নদীর উপর চরসিন্দুর সেতু নির্মাণ

গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়কের একমাত্র মিসিং লিংক হিসেবে নরসিংদী জেলার চরসিন্দুর নামক স্থানে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ১২৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫১০.৪০২ মিটার দীর্ঘ চরসিন্দুর সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সেতুটি নির্মাণের অগ্রগতি ৫৩.৭৫%।

গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়কে নির্মাণাধীন চরসিন্দুর সেতু

বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১১৭টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১৫টি মোট ১৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তম্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হল:

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প

এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন

বাংলাদেশের নর্থ-ওয়েস্ট করিডোর দিয়ে উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের ধারাবাহিকতায় ১৯০.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলেঙ্গা-হাটিকামরুল -রংপুর মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১,৮৯৯.০১ কোটি টাকা। এ করিডোরটি একই মানদন্ডে উন্নয়ন করে ভারত ও নেপালের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুবিধার্থে বাংলাবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত এবং ভারত ও ভুটানের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বুড়িমারী সীমান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নর্থ-ওয়েস্ট করিডোরের ঢাকা-বাংলাবান্ধা অংশ এশিয়ান হাইওয়ে-২ ও সাসেক করিডোর-৯ এবং ঢাকা-বুড়িমারী অংশ সাসেক করিডোর-৪ এর অন্তর্ভুক্ত।

একই প্রকল্পের আওতায় সড়ক গবেষণাগার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন এবং রোড অপারেশন ইউনিট (এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু দিয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্দেশীয় ক্রমবর্ধমান পণ্য ও যাত্রীবাহী যানবাহনের সংখ্যা বিবেচনায় ৮৪৮৬.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একই মহাসড়কে ৪ লেন বিশিষ্ট ৩টি সেতু যথাক্রমে ১০ম কিলোমিটারে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু, ২৫তম কিলোমিটারে মেঘনা নদীর উপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও ৩৭তম কিলোমিটারে গোমতী নদীর উপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। একই প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সংযোগস্থল কাঁচপুরে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর পুনর্বাসন করা হবে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহের Foundation কে নদীর scouring থেকে রক্ষা করার নিমিত্ত এ প্রকল্পে Steel Pipe Sheet Pile (SPSP) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। একই সাথে নতুন সেতুসমূহের Steel Box Girder এর Fabrication এর কাজ বিদেশে চলমান রয়েছে। ফলে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে।

নির্মাণাধীন দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু

আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক

আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ৩,৫৬৭.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

পৃথক সার্ভিস লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৩,৩৬৪.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উভয় পাশে এক স্তর নীচু দিয়ে ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি ফ্লাইওভার, ২৭টি সেতু, ৬০টি কালভার্ট ও ১২টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হবে।

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর, গাছ অপসারণ সম্পন্ন
- ১১,২৭৬ জনের রিসেটেলমেন্ট চলমান
- সকল প্যাকেজের নির্মাণ কাজ চলমান
- আর্থিক অগ্রগতি ৪৬.০০%

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের চলমান কাজ

প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল ও ভূটান এর এশীয় উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৯১১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১টি জেলার জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়কে অবস্থিত ৬০টি সংকীর্ণ, ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতু পুনর্নির্মাণ ও নরসিংদী অর্থনৈতিক জোনে ১টি নতুন সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ডব্লিউবিবিআইপি) বাস্তবায়নাধীন আছে।

যে সকল জেলায় সেতুসমূহ নির্মাণ করা হবে উহার বিবরণী নিম্নে দেয়া হল:

জেলার নাম	সেতুর সংখ্যা	জেলার নাম	সেতুর সংখ্যা
বগুড়া	৩	রংপুর	৪
জয়পুরহাট	২	গাইবান্ধা	২
দিনাজপুর	৬	পঞ্চগড়	২
সিরাজগঞ্জ	৮	নাটোর	১
পাবনা	৪	নওগাঁ	১
রাজশাহী	২	বাগেরহাট	২
যশোর	১	ঝিনাইদহ	২
কুষ্টিয়া	৩	নড়াইল	১
বরিশাল	৭	পিরোজপুর	১
ঝালকাঠি	১	ফরিদপুর	৬
মাদারিপুর	১	নরসিংদী	১

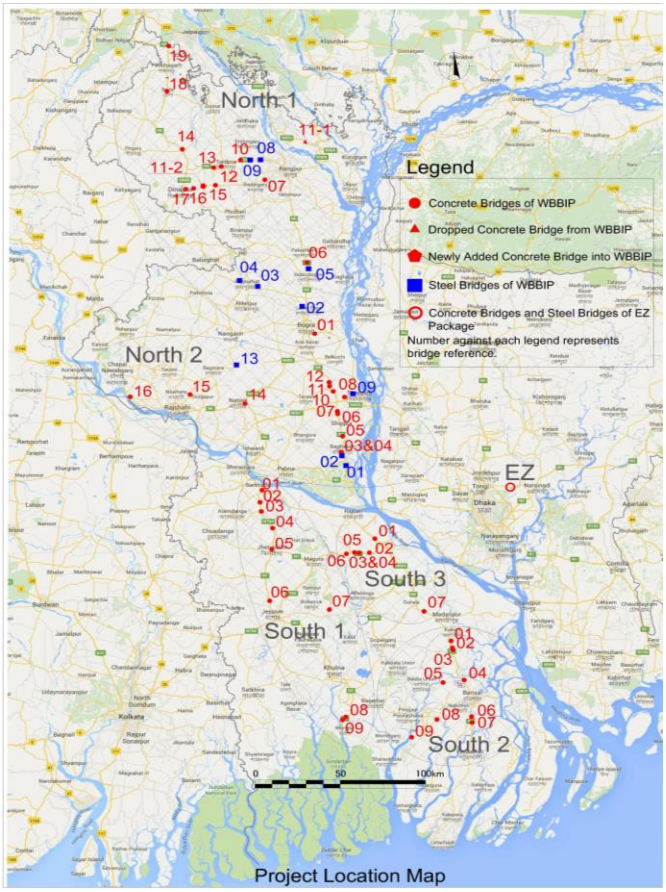

প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ফিজিবিলিটি স্টাডি, হাইড্রলজিক্যাল ও মরফলজিক্যাল স্টাডি সম্পন্ন
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত
- সেতুর বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন
- রিসেটেলমেন্ট সার্ভে সম্পন্ন
- ৬টি প্যাকেজের মধ্যে ৩টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন এবং ২টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান সম্পন্ন

ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে অবস্থিত সরু, ক্ষতিগ্রস্থ ও জরাজীর্ণ ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন এবং এশিয়ান হাইওয়ের সর্বশেষ মিসিং লিংক কালনায় মধুমতি নদীর ওপর কালনা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২৪৮৬.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Cross Border Road Network Improvement Project (Bangladesh) বাস্তবায়নাধীন আছে।

সেতু ও কালভার্টসমূহের অবস্থান হল:

ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক	৫টি
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক	৪টি
রামগড়-বারৈয়ারহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক	১৫টি

নির্মিতব্য ১৭টি সেতুর মধ্যে ৮টি সেতু ৪-লেন বিশিষ্ট ও ৯টি সেতু ২-লেন বিশিষ্ট। ৪-লেন বিশিষ্ট সকল সেতুর উভয় পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন থাকবে। এ সেতুসমূহ প্রতিস্থাপিত ও কালনা সেতু নির্মিত হলে উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ ও কালনা সেতু অবস্থান

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) গাজীপুর-এয়ারপোর্ট (বাংলাদেশে প্রথম)

গাজীপুর ও ঢাকার মধ্যে দ্রুত ও নিরাপদে যাতায়াতের সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০.৫০ কিলোমিটার (এট গ্রেড ১৬ কিলোমিটার ও এলিভেটেড ৪.৫০ কিলোমিটার) দীর্ঘ ও ২৫টি স্টেশন বিশিষ্ট এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। মহাসড়কের মধ্যবর্তী স্থানে সংরক্ষিত লেনে ২ থেকে ৫ মিনিট পরপর অধিক যাত্রীধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিকুলেটেড বাস চলাচল করবে, যা প্রতিঘন্টায় উভয়দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় টিকেট কাউন্টার ও বাস আগমনের আগাম তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিবন্ধীদের চলাচলের সুবিধার্থে স্টেশনে র‍্যাম্প থাকবে। এটি হবে গাজীপুর ও ঢাকা মহানগরীর মধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশবান্ধব প্রথম বাসভিত্তিক আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা। এটি যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ জুন ২০১৬ তারিখে এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

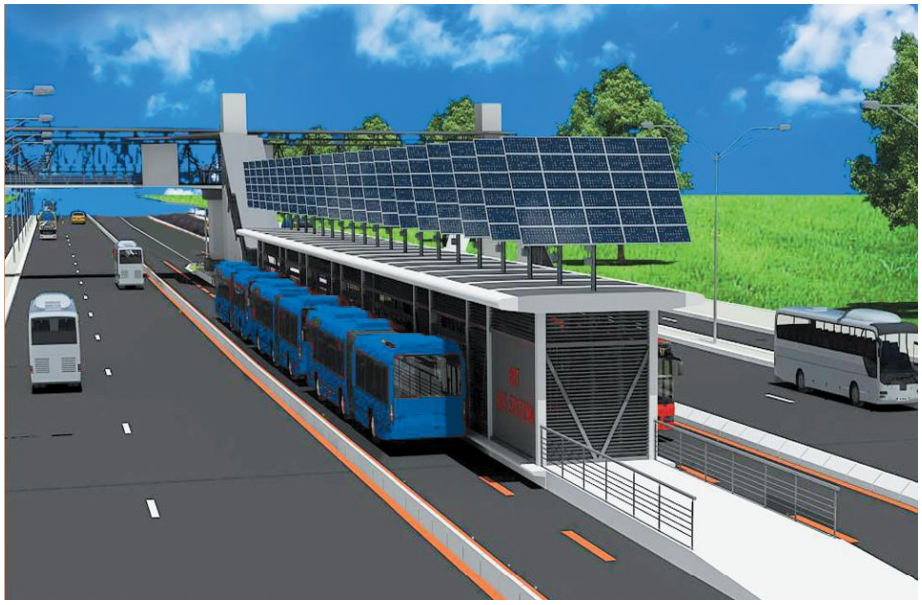

র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) গাজীপুর-এয়ারপোর্ট এর প্রক্ষেপিত ছবি

পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ

বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কাংশে পায়রা নদীর উপর ৪-লেন বিশিষ্ট ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতু'র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা থেকে পর্যটন নগরী কুয়াকাটা যাতায়াতের মিসিং লিংক পদ্মা সেতু ও পায়রা সেতু নির্মাণ সম্পন্ন হলে সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার বিরল স্থান কুয়াকাটায় নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াত করা যাবে। সেতুটি পায়রা বন্দরের পণ্য পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কুয়াকাটায় দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সমাগমও বৃদ্ধি পাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখ সেতুটির নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

নির্মাণাধীন পায়রা সেতু

মাতারবাড়ি কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

৬৫৯.৯৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ৯৩ তম কিলোমিটারে একতাবাজার হতে জনতাবাজার পর্যন্ত ৩৬.১২৩ কিলোমিটার সড়ক পুনর্বাসন, পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন, কোহেলিয়া নদীর উপর ৬৮০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেতু এবং মাতারবাড়ী দ্বীপে ৭.৩৫৮ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ করা হবে।

সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৫৮৫.৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আধুনিক ও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন সরঞ্জাম, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন ক্রয়ের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬১৫টি যানবাহন ও

৪৭৮ টি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ৩টি পরিপূর্ণ ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরী, ৩১ সেট বিভিন্ন প্রকার ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং ০২ টি রিগ মেশিন সংগ্রহ করা হবে।

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ

পদ্মা সেতু নির্মাণের পর ঢাকা মহানগরীকে বাইপাস করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং নারায়ণগঞ্জ মহানগরীর সাথে সোনারগাঁও ও বন্দর উপজেলার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সৈয়দপুর-মদনগঞ্জ পয়েন্টে ৫৩৯.৬৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩য় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ

৩৩৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে শাহ আমানত (রঃ) সেতু (৩য় কর্ণফুলী সেতু) নির্মাণ করা হয়েছে। এ সেতুর উভয় প্রান্তের যানজট নিরসনে ৩৪৬.৫৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সেতুর চট্টগ্রাম প্রান্তে বহদ্দারহাট থেকে সেতু পর্যন্ত ৫.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয় পাশে এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিসলেনসহ ৪-লেনে এবং কক্সবাজার প্রান্তে ৩.০০ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। সার্বিক অগ্রগতি ২০%।

সরকারি অর্থায়নে

আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণে ১০টি গুচ্ছ প্রকল্প

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ১২৬টি মহাসড়ক সমন্বয়ে গঠিত। আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬.৯৭ কিলোমিটার, যা সমগ্র মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ১৯.৯৪ শতাংশ। আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ জাতীয় মহাসড়ক থেকে জেলা সদরকে অথবা প্রধান নদীবন্দর ও স্থলবন্দরকে সংযুক্ত করেছে। সারাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ১,১৯৩.৫০ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার লক্ষ্যে মোট ৫,৪১৬.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০টি সড়ক জোনের প্রত্যেকটিতে ১টি করে মোট ১০টি পৃথক আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতাধীন আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহকে ন্যূনতম ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করা হবে। একইসাথে ৭৮০.৯৭ কিলোমিটার মজবুতিকরণ, ১৯.১০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট, ৩৭টি সেতু (১২৯৫.৯৫ মিটার), ১৩৪টি কালর্ভার্ট (৬৯২.৯০ মিটার), ১৮টি বাস-বে, ও ৯টি ইন্টারসেকশন নির্মাণ/উন্নয়ন করা হবে। আঞ্চলিক মহাসড়কসমূহ যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

জোন ও সড়ক বিভাগভিত্তিক বিবরণ:

জোনের নাম	সড়ক বিভাগের নাম	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটারে)
ঢাকা	গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী	৭	১৩৪.২০
সিলেট	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ	৬	১৪৮.৭৬
বরিশাল	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা ও পটুয়াখালী	৬	১৩০.১২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর ও কিশোরগঞ্জ	৫	১৫১.৫২
কুমিল্লা	কুমিল্লা, চাঁদপুর, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর	৪	১৬৮.৬৩
খুলনা	খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও কুষ্টিয়া	৪	১২৬.৭৯
রংপুর	বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁও	৪	১০৫.২০
রাজশাহী	রাজশাহী ও নওগাঁ	২	৭৪.০০
গোপালগঞ্জ	রাজবাড়ী	২	৫১.৬৯
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম ও দোহাজারী	২	৪৮.৫৯
মোটঃ		**৪২**	**১১৩৯.৫০**

আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা)

৪৫৭.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আন্ত:জেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলায় ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলায় ৪৪ কিলোমিটারসহ মোট ৮০ কিলোমিটার (মহেশখোলা-তিনালি-হাতিপাগাড়) সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটিতে আওতায় ৩১টি সেতু (১,১৮৯ মিটার) ও ৬৮টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সিলেট বিমানবন্দর-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারী হতে ভারী যানবাহন সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল করে। এ প্রেক্ষাপটে ৪৪১.৫৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.৭৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন-লালবাগ-কোম্পানিগঞ্জ-সালুটিকর-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

সিলেট বিমানবন্দর-কোম্পানিগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের চলমান কাজ

ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা মেঘনা, ধনু ও বাউলাই নদী বিধৌত হাওড় অঞ্চল। ৪৩৮.৩৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ তিনটি উপজেলা সংযোগকারী এবং সকল মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৭.৪০ মিটার প্রশস্ততায় ২৯.১৫ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ৩টি বড় পিসি গার্ডার সেতু, ৭টি আরসিসি সেতু, ৭টি বক্স কালভার্ট ও ৫.০৯ লক্ষ বর্গমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ করা হবে। মহাসড়কটি নির্মিত হলে সব মৌসুমে তিনটি উপজেলার মধ্যে আন্তঃউপজেলা মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ এ প্রকল্পের সড়ক ও সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- রক্ষাপ্রদ কাজসহ ৫.৫০ কিলোমিটার সড়ক বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন
- ১টি সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন, ৬টি সেতুর ফাউন্ডেশান নির্মাণ সম্পন্ন ও ৩টি সেতুর পাইলিং কাজ চলমান
- ৬টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন

যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

৩২৮.৯৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন

৩২১.৫৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৪.০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন

৩১৬.০২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দুর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে।

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

২৭৬.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-মানিকগঞ্জ মহাসড়কের বিকল্প এ রুটে যাতায়াত সহজতর হবে।

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ

২৬৩.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতা নামক স্থানে ৪-লেন বিশিষ্ট ১২৩৮ মিটার দীর্ঘ গ্রেড সেপারেটেড ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ফ্লাইওভারটি নির্মিত হলে তা দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়ক (ঢাকা-সিলেট ও ঢাকা বাইপাস) এবং দু'টি আঞ্চলিক মহাসড়ক (ভুলতা-রূপগঞ্জ এবং ভুলতা-আড়াইহাজার) এর সংযোগস্থলের যান চলাচল নিরবিচ্ছিন্ন করতে ভূমিকা রাখবে।

নির্মাণাধীন ভূলতা ফ্লাইওভার

নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

২৬১.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২৮.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ নেত্রকোণা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ জেলা মহাসড়ক ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে প্রশস্তকরণ ও উন্নয়নের কাজ চলমান আছে।

সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন

জেলা সদর ফরিদপুরের সাথে মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা এবং গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৬০.৩০৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭.৭১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। যার মধ্যে ফরিদপুর সড়ক বিভাগাধীন সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা জেলা মহাসড়ক ৪.০০ কিলোমিটার সহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক ৩৩.৫৫৭ কিলোমিটার এবং গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ১০.১৬ কিলোমিটার মহাসড়ক অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর সড়ক বিভাগাধীন ১টি ৪৩৪.৫০৫ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস, ১টি ৪৪.০২ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু এবং ১১টি (৫৪.০০ মিটার) বক্স কালভার্ট এর মধ্যে ফরিদপুর সড়ক বিভাগাধীন ৮টি (৩৬.০০ মিটার) এবং গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ৩টি (১৮.০০ মিটার) বক্স কালভার্ট আন্তর্ভূক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০ মিটার এবং সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটারে উন্নীত হবে। জেলা মহাসড়ক দুটির উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হলে এ এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ

২১৮.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত বিদ্যমান অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ ৪৩টি সেতু ও ১৩টি কালভার্ট এর স্থলে সমসংখ্যক সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে দুর্গম এ অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ বেইলি সেতুসমূহ কংক্রিট সেতু/কালভার্ট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। ফলে এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে।

উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ)

১৭৯.৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।প্রকল্পের আওতায় ১২.৩০ কিলোমিটার সাবমার্জিবল মহাসড়ক, সকল মৌসুমে চলাচল উপযোগী ৭.৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক ও ৩টি সেতু (২৮৬ মিটার) নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কিশোরগঞ্জ জেলার সাথে অষ্টগ্রাম উপজেলার মহাসড়ক পথে যোগাযোগ সহজতর করার হবে।

ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ

১৭৬.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সাতক্ষীরা - ভোমরা স্থলবন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন এবং সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে ভোমরা স্থলবন্দরের সাথে সারাদেশের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত হওয়ার পাশাপাশি সাতক্ষীরা শহরের যানযট হ্রাস পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সোনাপুর (নোয়াখালী) - সোনাগাজী (ফেনী) - জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন

নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে বিকল্প পথে মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপন করার নিমিত্ত ১৭২.৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৬.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)- জোরারগঞ্জ (চট্রগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৩.৬৬ মিটার হতে ৫.৫০ মিটারে উন্নীত করা হবে।

সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)- জোরারগঞ্জ (চট্রগ্রাম) মহাসড়ক

মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের ক্ষতিগ্রস্ত বেইলী সেতুর স্থলে কংক্রীট সেতু নির্মাণ

১৪৭.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৬টি মহাসড়কে অবস্থিত সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ২১টি বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন করে সমসংখ্যক কংক্রীট সেতু (৭৩৯.৯৪ মিটার) নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে যাতায়াত সহজ, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত হবে।

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জ জেলার দূরত্ব ৫০.০০ কিলোমিটার হ্রাস করার লক্ষ্যে পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহন করা হয় যা জুন, ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে মহাসড়কটির একমাত্র মিসিং লিংক হিসেবে রানীগঞ্জ নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ওপর ১৪১.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭০২.৬১ মিটার দীর্ঘ রানীগঞ্জ সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সেতুটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জ জেলার নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

কুশিয়ারা নদীর ওপর নির্মাণাধীন রাণীগঞ্জ সেতু

সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে সিলেটের সাথে সুনামগঞ্জ এর যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ও সহজতর করার নিমিত্ত ১৪০.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৫.৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করার নিমিত্ত একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামাইন সড়ক উন্নয়ন (চামড়াঘাট-মিঠামাইন অংশ)

১৩২.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কিশোরগঞ্জ-করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামাইন মহাসড়ক উন্নয়ন (চামড়াঘাট-মিঠামাইন অংশ) প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশের ৯.২০ কিলোমিটার সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণসহ মোট ১৭ কিলোমিটার মহাসড়কের উন্নয়ন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলাধীন প্রসিদ্ধ নৌ-বন্দর চামড়াঘাট দিয়ে হাওড় বেষ্টিত ইটনা, মিটামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সহজতর হবে।

বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন

১১৬.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ২১.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ মহাসড়কটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে সারাদেশের সাথে হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার মহাসড়ক পথে সংযোগ সৃষ্টি হবে।

বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ মহাসড়কে নির্মিত কানি ঝিংরি সেতু

বড়তাকিয়া (আবু তোরাব)-মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে ১১৪.৮৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আবু তোরাব বাজার বাইপাস ও ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বড়তাকিয়া আবু তোরাব-মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল মহাসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ শুরু করা হয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩০%।

মানিকখালী-সেতু নির্মাণসহ-আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়ক উন্নয়ন

খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন দুটি উপজেলার মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে ১০৮.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০৪ মিটার দীর্ঘ মানিকখালী সেতু ও ২০২ মিটার দীর্ঘ বড়দল সেতু নির্মাণ এবং ২১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আশাশুনি-পাইকগাছা মহাসড়কের ১১.২০ কিলোমিটার নতুন নির্মাণ, ১.৮০ কিলোমিটার ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং ৮.৫০ কিলোমিটার মজবুতিকরণসহ উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ফরিদপুর (বদরপুর) - সালথা - সোনাপুর - মুকসুদপুর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

ফরিদপুর জেলা সদরের সালথা উপজেলা এবং গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত করার নিমিত্ত ১০৭.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪১.০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ ফরিদপুর (বদরপুর) - সালথা - সোনাপুর - মুকসুদপুর মহাসড়কের প্রশস্ততা ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটারে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩০%।

ফরিদপুর (বদরপুর) - সালথা - সোনাপুর - মুকসুদপুর মহাসড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ

ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ভুরঘাটা-বরিশাল-লেবুখালী (পায়রা সেতু এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত) অংশ উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ প্রকল্প

১০৫.৭৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের ৫৯.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভুরঘাটা-বরিশাল-লেবুখালী (পায়রা সেতু এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত) অংশ ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি ৩৩%।

বালাই নদীর উপর সেতু নির্মাণসহ মদন-খালিয়াজুরী সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণ

নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার সাথে খালিয়াঝুরি উপজেলার মহাসড়ক সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ১০৪.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৩.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মদন-খালিয়াঝুরি সাব মার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণ এবং মদন-খালিয়াঝুরি মহাসড়কের বালাই নদীর উপর ৯৪.২৭ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি (নাপ্রাইতং) মহাসড়ক

৪৬৯.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি (নাপ্রাইতং) মহাসড়ক নির্মাণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৮০ কিলোমিটার মহাসড়ক, ১৪টি ব্রীজ ও ১২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। মহাসড়কটি নির্মিত হলে পর্যটন শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে এবং পাহাড়ি অনগ্রসর জনপদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। এছাড়াও মহাসড়কটি বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar-Economic Corridor) এর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটসমূহের অন্যতম।

আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহরী (লিকরি-নাপ্রাইতং) মহাসড়ক

৩৭৪.০১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বান্দরবান জেলায় ৩৭.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহরী (লিকরি-নাপ্রাইতং) মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৭.৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক, ১৯টি সেতু এবং ১২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। মহাসড়কটি বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং এটি BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar - Economic Corridor) এর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটসমূহের অন্যতম।

মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ

১৫৮.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের মহিপাল সংযোগস্থলে ৬ লেনবিশিষ্ট ৬৬০.০০ মিটার দীর্ঘ মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ফ্লাইওভারটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ট্রাফিক প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ-মায়ানমার মৈত্রী মহাসড়ক (বালুখালী-ঘুনধুম বর্ডার রোড) নির্মাণ

বাংলাদেশ-মায়ানমার মৈত্রী মহাসড়ক (বালুখালী-ঘুনধুম বর্ডার রোড) প্রকল্পটির আওতায় ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ২.০০ কিলোমিটার ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়ক নির্মাণ ৮৪.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মহাসড়কটি বাংলাদেশ-মায়ানমারের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনে সহায়ক হবে। এটি BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar-Economic Corridor) এর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটসমূহের অন্যতম। বাস্তব অগ্রগতি ৯২.৩৩%।

বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কে চেংগী নদীর ওপর নানিয়ারচর সেতু নির্মাণ

বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চেংগী নদীর ওপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ নানিয়ারচর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ১৫৭.২১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সেতুটি নির্মাণ করা হলে রাঙ্গামাটি জেলা সদরের সাথে নানিয়ারচর ও লংগদু উপজেলার সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

রুমা-বগালেক-কেওক্রাডং মহাসড়ক নির্মাণ

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলার পর্যটন আকর্ষণ বগালেক ও কেওক্রাডাং এ যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে ৮৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রুমা-বগালেক-কেওক্রাডং মহাসড়কের রুমা-বগালেক মহাসড়কাংশের নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৭.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক, ১টি সেতু (৩৫.০০ মিটার) ও ১৫টি কালভার্ট (৪৫.০০ মিটার) নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। বাস্তব অগ্রগতি ৭১.১৩%।

Upcoming প্রকল্প

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ

রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে বৈদেশিক অনুদানে কচা নদীর উপর বেকুটিয়া পয়েন্টে ভায়াডাক্টসহ ১৪৯৩ মিটার দীর্ঘ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক উভয় দিকে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ ও উন্নত করার লক্ষ্যে ২২৬.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা -সিলেট মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে এক স্তর নীচু দিয়ে ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার নিমিত্ত জি টু জি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৯ম, ১০ম ও ১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ

পটুয়াখালী জেলায় বগা নদীর উপর ১০২০ মিটার দীর্ঘ ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বগা সেতু), বাগেরহাট জেলায় মংলা চ্যানেলের উপর ১০৫০ মিটার দীর্ঘ ১০ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মংলা সেতু) এবং খুলনা জেলায় ঝপঝপিয়া নদীর উপর ১০৪০ মিটার দীর্ঘ ১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (ঝপঝপিয়া সেতু) নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ

পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ১,৮৮০.৮৩ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে ৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৩১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত মহাসড়ক (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা) নির্মাণ প্রকল্পের উপর গত ২৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৯৬২.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের বেগমগঞ্জ চৌরাস্তা থেকে সোনাপুর পর্যন্ত ১৩.৩৮ কিলোমিটার মহাসড়কাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য ২১৭০.৭৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৯.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

জামালপুর-ধানুয়াকামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাংগা মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়ন

জামালপুর জেলার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার দু'টি উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ৬৫৩.১৪ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে ৯১.৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ জামালপুর-ধানুয়াকামালপুর-রৌমারী-দাঁতভাংগা মহাসড়কটি প্রশস্তকরণসহ উন্নয়নের নিমিত্ত জামালপুর ও কুড়িগ্রাম সড়ক বিভাগ কর্তৃক দুইটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্প দু'টির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়ন

৪৬৯.৯৩ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে ৭২.৯৫ কিলোমিটার দীর্ঘ জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-নবাবগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়কটিকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততা থেকে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির ডিপিপি অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়ক প্রশস্তকরণসহ উন্নয়ন

৪১৫.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭৭.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলেঙ্গা-জামালপুর জাতীয় মহাসড়কটিকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততা থেকে উভয় পাশে হার্ড সোল্ডারসহ ৯.১৫ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ

৩৪৩.৬০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৭.৭১ কিলোমিটার দীর্ঘ নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ককে যথাযথ মান, উচ্চতা ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

পর্যটনসমৃদ্ধ বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাথে সারাদেশের সড়ক যোগাযোগ উন্নত করার লক্ষ্যে ১৮৫.১৫ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে ২২.৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কেরানীহাট-বান্দরবান জাতীয় মহাসড়ককে যথাযথ মান, উচ্চতা ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

কুয়াকাটা (তুলাতলী)-গঙ্গামতি সূর্যোদয় মহাসড়ক নির্মাণ

নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত কুয়াকাটায় পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ১৭৭.৫৫ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে ১৪.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুয়াকাটা(তুলাতলী)-গঙ্গামতি সূর্যোদয় মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৭ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৫৮টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তম্মধ্যে ৩টি প্রতিশ্রুতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৫টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এবং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। অবশিষ্ট ১৬টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের নিমিত্ত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুত প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ এবং পটুয়াখালী জেলায় শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুত প্রকল্পগুলোর মধ্যে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক এক স্তর নিচু দিয়ে পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ, সুনামগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর রাণীগঞ্জ সেতু নির্মাণ এবং পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প সমূহের বিবরণী প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ পরিশিষ্ট-খ তে প্রদান করা হয়েছে।

পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম

সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ৬টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৩টি প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

Construction of Dhaka-Chittagong Expressway

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় টেকনিক্যাল এ্যাসিসট্যান্স ফর ডিটেইল্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অফ ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস প্রকল্পের আওতায় রাজধানী ঢাকার সাথে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের একটি নিরাপদ, দ্রুত গতি সম্পন্ন ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২১৭.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যমান ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের সমান্তরালে নির্মিতব্য প্রস্তাবিত ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়েতে ২টি ইমার্জেন্সি লেনসহ প্রাথমিক পর্যায়ে ৪-লেনের সংস্থান রাখা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ভবিষ্যতে এটিকে ২টি ইমার্জেন্সি লেনসহ ৬-লেনে উন্নীত করা যাবে। এছাড়া স্থানীয় যানবাহনের চলাচলের সুবিধার্থে এক্সপ্রেসওয়ের পাশে সার্ভিস লেন নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। যানবাহনের অবাধ চলাচল নিশ্চিতকল্পে এক্সপ্রেসওয়েতে সীমিত সংখ্যক (৭টি) ইন্টারচেঞ্জের মাধ্যমে প্রবেশ/নির্গমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। পিপিপি ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও বিনিয়োগকারী প্রাপ্তির সুবিধার্থে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়েকে তিনটি প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়েছে। প্যাকেজ-১: ঢাকা-কুমিল্লা (দৈর্ঘ্য-৮৪.০০ কিলোমিটার), প্যাকেজ-২: কুমিল্লা-ফেনী (দৈর্ঘ্য-৫২.৮০ কিলোমিটার) ও প্যাকেজ-৩: ফেনী-চট্টগ্রাম (দৈর্ঘ্য-৮০.৯৫ কিলোমিটার)।

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ফিজিবিলিটি স্টাডি এবং বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন
- ভূমি অধিগ্রহণ, পুর্নবাসন ও ইউটিলিটি অপসারণের লক্ষ্যে একটি সাপোর্ট ডিপিপি প্রস্তুত সম্পন্ন
- বিনিয়োগকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে RFQ (Request for Qualification) ডকুমেন্ট প্রস্তুত সম্পন্ন

Upgrading of Dhaka Bypass to 4 lane (জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর)

বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহনসমূহ ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ না করে জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়কটি ব্যবহার করে চট্টগ্রাম ও সিলেটে যাতায়াত করে থাকে। পিপিপি ভিত্তিতে ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এ মহাসড়কটিকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, এ মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে একস্তর নিচু দিয়ে টোলমুক্ত সার্ভিস লেন নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটির আওতায় গাজীপুরের ধীরাশ্রমে রেলওয়ে ওভারপাস, মীরের বাজারে রেল কাম রোড ওভারপাস, পূর্বাচলে গ্রেড সেপারেটেড ইন্টারচেঞ্জ, ৭৮০ মিটার দীর্ঘ ২য় কাঞ্চন সেতু এবং পথচারী ও যানবাহন পারাপারের সুবিধার্থে ২৪টি আন্ডারপাস নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য ২৩৬.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা বাইপাস) Link Project বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের শর্ট লিস্ট তৈরী সম্পন্ন
- শর্ট লিস্টেড বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল বিতরণ সম্পন্ন
- লিংক প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলমান

পিপিপি ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য ঢাকা-বাইপাস মহাসড়কের ডিজাইনের প্রক্ষেপিত চিত্র

Upgrading of Hatirjheel-Rampura-Amulia-Demra Road into 4 Lane Access Controlled Highway

রাজধানীর ঢাকায় প্রবেশ ও প্রস্থানের একটি বিকল্প রুট হিসেবে বিবেচিত হাতিরঝিল-রামপুরা-বনশ্রী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ-শেখেরজায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়কটিকে সার্ভিস লেন সহ ৪-লেনে বিশিষ্ট একসেস কন্ট্রোলড হাইওয়ে হিসেবে নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়কটি রাজধানী ঢাকার সাথে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ সহ অন্যান্য জেলাকে সংযোগ করবে। প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত চার লেন সড়কের সমান্তরালে এক পাশে সর্বনিম্ন ৪.৮ মিটার প্রশস্ত শুল্কবিহীন সার্ভিস লেন নির্মাণ করা হবে। সড়কাংশটিতে ২টি সেতু, ২টি কালভার্ট উন্নয়ন করা হবে এবং পথচারী ও স্বল্পগতির যানবাহন পারপারের জন্য ৩টি আন্ডারপাস নির্মাণ করা হবে। প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত সড়কটিতে প্রবেশ এবং বহির্গমনের জন্য চারটি স্থানে যথা: (চিটাগাং রোড, ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার, মেরাদিয়া, রামপুরা সেতু সংলগ্ন স্থান) ইন্টারচেঞ্জ নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ট্রানজেকশন এডভাইসর হিসেবে নিয়োজিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর সহায়তায় খসড়া ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদন প্রস্তুত সম্পন্ন

- Availability Payment কাঠামোতে বিনিয়োকারী নির্বাচনের লক্ষ্যে Request for Qualification (RFQ) ডকুমেন্ট প্রস্তুত সম্পন্ন

ডিজিটাল কার্যক্রম

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) এর মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরণের মডিউল আছে। মডিউলসমূহ হচ্ছে (১) সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS) (২) রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RMMS) (৩) অর্গানাইজেশন ডাটাবেইজ (৪) পার্সনাল ডাটাবেইজ (৫) প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম (PRMS) (৬) টেন্ডার ডাটাবেইজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (TDMS) (৭) ভেহিকেল এন্ড ইকুপমেন্ট সিস্টেম (VEMS) (৮) ব্রীজ মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (BMMS) (৯) সিডিউল অব রেটস (১০) ব্রীজ অ্যালবাম (১১) ডকুমেন্ট ডাটাবেইজ ইত্যাদি।

Tender Database Management System (TDMS)

সওজ অধিদপ্তরে ক্রয় কাজে অংশ গ্রহণকারী ঠিকাদারগণের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন সহজ, সঠিক, দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে করার নিমিত্ত ঠিকাদারগণের একটি পরিপূর্ণ ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে। ফলে দরপত্র মূল্যায়নের সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

Document Management System

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূরণ Available ডকুমেন্ট সমূহ স্ক্যান করে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে এবং রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ডকুমেন্ট সমূহ সহজে পাওয়ার লক্ষ্যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

e-GP (ইলেকট্রনিক-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট)

সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়া করণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের সকল দরপত্র ই-জিপিতে প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে ৩,৪৫৭টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে এবং ২,৮৬০টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

Central Management System (CMS)-e-GP Integration

স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্তে সওজ অধিদপ্তরের Central Management System (CMS) এর Financial Module এবং ই-জিপি পদ্ধতির মধ্যে ইন্টিগ্রেশন এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণে Axle Load Control Station এর কর্মকান্ড ওয়েব বেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম এর আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারা বাহিকতায় মেঘনা, গোমতী, বাথুলী ও সীতাকুন্ডে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (HDM)

HDM-4 হাইওয়ে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটি ব্যবহার করে মহাসড়ক এর মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারন কাজের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে। ২০১৩ সাল হতে HDM Circle কনসালটেন্সি সার্ভিসের মাধ্যমে মহাসড়কের সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যেখানে Pavement Inventory, Road Condition Assessment and Test Pit Survey অন্তর্ভূক্ত। Road Maintenance and Management System (RMMS) এর ডাটার উপর ভিত্তি করে HDM-4 উপাত্ত গ্রহণ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করে যাহাতে পরবর্তীতে মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে, অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল টোল প্লাজা

টোল সংগ্রহ পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল টোল প্লাজায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টোল আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ১১টি সেতু এবং ৩টি টোল মহাসড়কে ডিজিটাল পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছে। অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটির মাধ্যম সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে টোল আদায় কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা সংযুক্ত করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে Digital Toll Plaza তে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ (RFID Tag), টাচ এন্ড গো সিস্টেম ইত্যাদি সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

মেঘনা সেতু টোল প্লাজা

জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) ম্যাপিং

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের HDM Circle যে সকল সার্ভে পরিচালনা করে থাকে তা GIS (জিওগ্র্যাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম) ম্যাপে সুন্দর ও সঠিক ভাবে সন্নিবেশিত ও চিত্রিত করা হয়। মহাসড়কের উন্নয়নরক্ষণাবেক্ষণ ও পূর্নবাসন কর্মসূচি সহজতর করার জন্য, ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর হতে RAMS (রোড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) ম্যাপ তৈরী করা। GIS ভিত্তিক RAMS ম্যাপে মহাসড়কের প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়।

বৃক্ষরোপণ

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব রোধকল্পে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সারাদেশে মহাসড়কের ঢালে ২,৩৬,০০০টি বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। একই সময়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আরবরিকালচার বিভাগ আরও ১,৬৯,৩৫০টি বৃক্ষরোপন করেছে। উপরন্তু, ৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ও ৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের মিডিয়ানে ১,০০,০০০ টি শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। ৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ঢালে ৪৪,২০০টি বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। বরিশাল সড়ক জোনের ৬টি সড়ক বিভাগে ৬,৫০০টি তালবীজ রোপন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-ক

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালিত ৩৯টি ফেরিঘাটের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশাসনিক জেলা/ সড়ক বিভাগের নাম	ফেরি ঘাটের	নদীর নাম	সড়কের নাম ও অবস্থান
১	বরিশাল	গোমা	রাংগাবলি	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার
২	বরিশাল	কবাই লক্ষীপাশা	রাংগাবলি	দিনারেরপুল-লক্ষীপাশা-দুমকি মহাসড়কের ২৩তম কিলোমিটার
৩	বরিশাল	নেহালগঞ্জ	আড়িয়াল খাঁ	বৈরাগীরপুল-টুমচর-বাউফল মহাসড়কের ৯তম কিলোমিটার
৪	বরিশাল	বেলতলা	কীর্তনখোলা	হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-বেলতলা (বরিশাল) সড়করে ৪১তম কিলোমিটার
৫	বরিশাল	মীরগঞ্জ	সুগন্ধা	মীরগঞ্জ-রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা মহাসড়কের ৮তম কিলোমিটার
৬	বরিশাল	বানারীপাড়া	সন্ধ্যা	বানারীপাড়া (ডান্ডুয়াট)-নাজিরপুর মহাসড়কের ২তম কিলোমিটার
৭	ঝালকাঠি	ষাটপাকিয়া	সুগন্ধা	ষাটপাকিয়া (ঝালকাঠি)-নলছিটি মহাসড়কের ৩তম কিলোমিটার
৮	ঝালকাঠি	আমুয়া	বিষখালী	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়কের ৩২তম কিলোমিটার
৯	পিরোজপুর	বেকুটিয়া	কচা	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটার
১০	পিরোজপুর	চরখালী	কচা	বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার
১১	পিরোজপুর	আমড়াঝুড়ি	সন্ধ্যা	গরিয়ারপাড়-বানারীপাড়া-শর্শীনা-স্বরূপকাঠী-কাউখালী-নৈকাঠি মহাসড়কের ২২তম কিলোমিটার
১২	পটুয়াখালী	লেবুখালী	পায়রা	য়াকা (যাত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ১৮৯তম কিলোমিটার
১৩	পটুয়াখালী	বগা	লোহালিয়া	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার
১৪	পটুয়াখালী	পায়রাকুঞ্জ	পায়রা	কচুয়া-বেতাগী-মির্জাগঞ্জ-পটুযাখালী মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটার
১৫	পটুয়াখালী	গলাচিপা	রামনাবাদ	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া মহাসড়কের ৭০তম কিলোমিটার
১৬	পটুয়াখালী	নলুয়া-বাহেরচর	আঙ্গারিয়া লক্ষীপাশা	বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষীপাশা-দুমকী মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটার
১৭	বরগুনা	আমতলী	পায়রা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা মহাসড়কের ৩৩তম কিলোমিটার
১৮	বরগুনা	বড়াইতলা	বিষখালী	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার
১৯	খুলনা	জেলখানা	ভৈরব	রূপসা-শ্রীফতলা-তেরখাদা-সেনেরবাজার মহাসড়কের ১তম কিলোমিটার
২০	খুলনা	আড়ুয়া	আতাই	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটার
২১	খুলনা	ঝপঝপিয়া	পানখালী	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটার
২২	খুলনা	পোদ্দারগঞ্জ	ঢাকি	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটার
২৩	খুলনা	নগরঘাটা	ভৈরব	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার

২৪	বাগেরহাট	মোড়লগঞ্জ	পানগতি	সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়স্দা-সরণখোলা-বগি মহাসড়কের ১৭তম কিলোমিটার
২৫	বাগেরহাট	মংলা	মংলা চ্যানেল	দৌলতদিয়া-মাগুরা-যশোর-খুলনা-মংলা মহাসড়ক
২৬	নড়াইল	কালিয়া	নবগঙ্গা	নড়াইল-কালিয়া মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটার
২৭	সাতক্ষীরা	মানিকখালী	খোলপটুয়া	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা মহাসড়কের ২৯তম কিলোমিটার
২৮	রাজবাড়ী	জৌকুড়া	পদ্মা	রাজবাড়ী(বাগমারা)-জৌকুড়া মহাসড়কের ৭৩তম কিলোমিটার
২৯	গোপালগঞ্জ	কালনা	মধুমতি	ভাটিয়াপাড়া-কালনা মহাসড়কের ৫তম কিলোমিটার
৩০	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ	শীতলক্ষা	ভূলতা-রূপগঞ্জ মহাসড়কের ৫তম কিলোমিটার
৩১	নারায়ণগঞ্জ	রসুলপুর	ফুলদি	ভবেরচর-গজারিয়া মহাসড়কের ৬তম কিলোমিটার
৩২	নারায়ণগঞ্জ	বিষনন্দী	মেঘনা	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর মহাসড়কের ২০তম কিলোমিটার
৩৩	নরসিংদী	পান্থশালা	মেঘনা	জঙ্গাশিবপুর-রায়পুরা মহাসড়কের ১১তম কিলোমিটার
৩৪	গাজীপুর	বানারটোক	বানার	সালনা-রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়কের ৩৭তম কিলোমিটার
৩৫	মানিকগঞ্জ	বালিরটেক	কালীগঞ্জ	বেতিলা-বালিরটেক মহাসড়কের ১০তম কিলোমিটার
৩৬	সুনামগঞ্জ	ছাতক	সুরমা	গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দুয়ারবাজার মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার
৩৭	সুনামগঞ্জ	রাণীগঞ্জ	কুশিয়ারা	পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক
৩৮	রাঙ্গামাটি	চন্দ্রঘোনা	কর্ণফুলি	ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া মহাসড়কের ১৬তম কিলোমিটার
৩৯	ঢাকা	বক্তাবলী	ধলেশ্বরী	শাসনগাঁও-পূর্ব গোপালনগর-রাজাপুর-বক্তাবলী-তালতলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার

পরিশিষ্ট-খ

মাননীয় প্রানমন্ত্রীর ৫৮টি প্রতিশ্রুতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	নেত্রকোণা ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তা পুনর্নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
২	মদন-নেত্রকোণা রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
৩	মদন - খালিয়াজুরী রাস্তার উচিতপুর হতে গোবিন্দশ্রী পর্যন্ত সাবমারসিবল মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়নাধীন
৪	নেত্রকোণা দূর্গাপুর উপজেলার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি হয়ে বিজয়পুর স্থলবন্দর পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৫	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার বালাই নদীতে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৬	ঢাকা বাইপাস ০২ (দুই) লেনের মহাসড়ককে ০৪ (চার) লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৭	টঙ্গী-জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ০৪ (চার) লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়িত
৮	গাজীপুরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।	বাস্তবায়িত
৯	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলা পয়েন্টে দুটি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ করা হবে	বাস্তবায়িত
১০	লক্ষীপুর-শরীয়তপুর মহাসড়ক নির্মাণ	আংশিক বাস্তবায়িত
১১	পটুয়াখালী-আমতলী-কুয়াকাটা মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
১২	পায়রা নদীর লেবুখালী ও বিষখালীর আমুয়া ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের যানজট কমানোর লক্ষ্যে প্রধান রেলক্রসিং এ একটি ওভারব্রীজ /ফ্লাইওভার নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
১৪	আশুগঞ্জ-নবীনগর মহাসড়ক পাঁকাকরণ	প্রক্রিয়াধীন
১৫	বংশী নদীর উপর ধুনট নামক স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৬	গৌরীপুর-হোমনা সড়কে জিয়ারকান্দিতে গৌরীপুর বাজার সংলগ্ন স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১৭	গৌরীপুর-হোমনা আঞ্চলিক মহাসড়কটি সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণ	বাস্তবায়িত
১৮	নেত্রকোনা-ধর্মপাশা-জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ-সিলেট হয়ে সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ	আংশিক বাস্তবায়িত
১৯	সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
২০	সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতুসহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ।	
	ক) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প	বাস্তবায়নাধীন
	খ) পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
২১	সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা আজমিরিগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ।	আংশিক বাস্তবায়িত
	ক) মদনপুর-দিরাই অংশ	
	খ) দিরাই – শাল্লা অংশ	

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
	গ) শাল্লা-জলসুখা	
	ঘ) বানিয়াচং-আজমিরীগঞ্জ	
	ঙ) বানিয়াচং-হবিগঞ্জ	
২২	সীতাকুন্ড থেকে মহুরী সেচ প্রকল্প পর্যন্ত উপকূলীয় বেড়ী বাঁধের উপর বিকল্প মহাসড়ক নির্মাণ	অন্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রেরিত
২৩	ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই বাজারে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ	বাস্তবায়ন না করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত
২৪	যানজট নিরসনে মনিরামপুর শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত
২৫	নওয়াপাড়া শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত
২৬	বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ	প্রক্রিয়াধীন
২৭	রূপসা-তেরখাদা মহাসড়কটি আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
২৮	খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
২৯	নারায়ণগঞ্জ সদর বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৩০	মদনগঞ্জ-মদনপুর এবং সৈয়দপুর-পঞ্চবটি মহাসড়ককে ৪ (চার) লেন বিশিষ্ট সড়কে উন্নীত করণ করা	প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত
৩১	লাঙ্গালবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৩২	নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া-দূর্গাপুর সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ।	বাস্তবায়িত
	ক) নালিতাবাড়ি-হালুয়াঘাট অংশ	
	খ) হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া মহাসড়ক	
	গ) ধোবাউড়া-দূর্গাপুর অংশ	
৩৩	টাংগাব ডাকবাংলা এবং গাজীপুরের টোক ইউনিয়নের মাঝে বানার নদীর উপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৩৪	চাঁপাইনবাবঞ্জ-সোনামসজিদ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট রাস্তা পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
	ক) নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ-বালিয়াদিঘী চেকপোস্ট মহাসড়কের ৬কিলোমিটার মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	খ) কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	বাস্তবায়িত
৩৫	পত্নীতলা-সাপাহার-পোরশা-রহনপুর মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
৩৬	চাঁপাইনবাবঞ্জ-আমনুরা-পার্বতীপুর আড্ডা- সাপাহার রাস্তা পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
	ক) নবাবগঞ্জ-আমনুরা মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
	খ) গোদাগাড়ী-আমনুরা-নাচোল-পার্বতীপুর -আড্ডা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	বাস্তবায়িত
৩৭	মংলা নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৩৮	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান মহাসড়ক নির্মাণ এবং সড়কের	

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
	ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর (ঝপঝপিয়া ও চুনকরি নদীর) উপর ব্রিজ নির্মাণ	
	ক) খুলনা-(গল্লামারী)-বটিঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
	খ) ঝপঝপিয়া নদীর উপর সেতু ও চুনকুড়ী নদীর উপর পোদ্দারগঞ্জ (ঢাকী) সেতু	প্রক্রিয়াধীন
৩৯	হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করা	বাস্তবায়নাধীন
৪০	জয়পুরহাট শহর থেকে হিলি পর্যন্ত মহাসড়ক দুই লেনে উন্নীতকরণ এবং হিলি স্থল বন্দর হতে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা দ্রুত মেরামত।	আংশিক বাস্তবায়িত
৪১	চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলার দেলোয়ার খাঁ-গুপ্তছড়া মহাসড়ক (কুমিরা-সন্দীপ মহাসড়ক, দৈর্ঘ্য-১৫ কিলোমিটার) এবং দেলোয়ার খাঁ মহাসড়ক উত্তর-দক্ষিণে মেরামত করা (সারিকাইত-সন্তোষপুর- দেলোয়ার খাঁ মহাসড়ক, দৈর্ঘ্য-১৯.৩০ কিলোমিটার)	আংশিক বাস্তবায়িত
৪২	বাউফল উপজেলার বগা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৪৩	বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু নির্মাণ (লেবুখালী ব্রিজ)	বাস্তবায়নাধীন
৪৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর উপর শহীদ শেখ কামাল সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় হাজীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ জামাল সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় মহীপুর-আলীপুর নদীর উপর শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৭	ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	
	ক) ঢাকা- নবীনগর মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	খ) নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	গ) জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক	বাস্তবায়নাধীন
৪৮	হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর সড়কে বলভদ্র নদীর উপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৯	হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-আউশকান্দি-পাগলা-জগন্নাথপুর মহাসড়ক দ্রুত বাস্তবায়ন	
	ক) শায়েস্তাগঞ্জ- হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-শেরপুর (আউশকান্দি) মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
	খ) পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ- আউশকান্দি) মহাসড়ক	বাস্তবায়িত
৫০	পটুয়াখালী জেলার দুমকী ও বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পান্ডব পায়রা নদীতে নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
1	দুধকুমার নদীর উপর একটি ব্রীজ নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
2	কুড়িগ্রাম-তিস্তা মহাসড়ক উন্নয়ন	বাস্তবায়নাধীন
3	বগুড়া জেলা শহর থেকে মেডিকেল কলেজে যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
4	ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য রাস্তাঘাট উন্নয়ন	বাস্তবায়নাধীন
5	পিরোজপুর- রাজাপুর- ঝালকাঠি-বরিশাল মহাসড়ক এর বেকুটিয়া নামক স্থানে কচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
6	বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় হতে উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমরুল পর্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ১৯ কিলোমিটার রাস্তা ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
7	চট্টগ্রাম শাহ-আমানত বিমান বন্দর থেকে শাহ-আমানত সেতু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত উপকুলবর্তী অঞ্চল দিয়ে মেরিন ড্রাইভ নির্মাণ	প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত
8	নেত্রকোণা পৌরসভাস্থ মগড়া নদীর উপর নির্মিত মোক্তারপাড়া ব্রীজ পুনর্নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

রুপকল্প

ডিজিটাল ও টেকসই সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি ডিজিটাল, টেকসই, পরিবেশ বান্ধব ও সাশ্রয়ী সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পরিচিতি

সড়ক পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগ অব্যাহত আছে। ২০০৯ সনের পূর্বে এ অথরিটির ১৯টি সার্কেল অফিস চালু ছিল। ২০০৯ সন থেকে পর্যায়ক্রমে আরও ৩৮টি জেলা ও ৫টি মেট্রো এলাকায় সার্কেল অফিস চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস চালু রয়েছে। ৫৭টি জেলা সার্কেলের মধ্যে ৭টি সংযুক্ত সার্কেল (২টি জেলা নিয়ে) রয়েছে। উক্ত ৭টি সংযুক্ত সার্কেলকে বিভক্ত করে আলাদাভাবে যথা- মেহেরপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলায় নতুন সার্কেল অফিস স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ঢাকা মহানগরীতে বিদ্যমান ৩টি মেট্রো সার্কেল অফিসের অতিরিক্ত আরো ২টি নতুন অফিস সৃজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নবসৃষ্ট ময়মনসিংহ বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে বর্তমানে ১৮টি ব্যাংক (ব্রাক, ইবিএল, ইউসিবিএল, সিটি, এনআরবি, এনআরবিসি, স্ট্রান্ডার্ড, এসবিএসি, এসআইবিএল, আল-আরাফা ইসলামী, শাহজালাল ইসলামী, ন্যাশনাল, মধুমতি, মিডল্যান্ড, এমটিবি, ডাচ-বাংলা, ওয়ান, মার্কেন্টাইল) এর ২৩৭টি শাখা/বুথের মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া অন-লাইনে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং ডাচ-বাংলা ব্যাংকের মোবাইল একাউন্ট এর মাধ্যমেও অন-লাইনে কর ও ফি পরিশোধ করা যায়। মোটরযানের কর ও ফি আদায়ের পাশাপাশি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় মোটরযানের অনুমিত ও অগ্রিম আয়কর এবং ভ্যাট আদায় করা হয়। এ পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণ সহজে মোটরযানের কর ও ফি পরিশোধ করতে পারছেন। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে রাজস্ব আদায়ের বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

মোটরযান কর	রেজিস্ট্রেশন	ড্রাইভিং লাইসেন্স	নাম্বারপ্লেট	অন্যান্য	মোট
৫২১.৪৮	৫৪০.০৯	৯১.৩৩	১২২.১৯	১৯০.১	১৪৬৫.১৯

স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

পূর্বে ব্যবহৃত স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের পরিবর্তে বর্তমানে অত্যাধুনিক পলিকার্বোনেট ডুয়েল ইন্টারফেজ (Contact and contactless) স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করা হয়েছে। ফলে ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৫,৪৯,৫৭৮টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বিগত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণের সংখ্যা ৩,৭৭,৮০২টি।

ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স এর বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ

মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনার উদ্দেশ্যে গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১৩,৩৭,৬৮২ সেট নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগের সংখ্যা ৩,৯৭,০৫৫ সেট। ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ঢাকা শহরে চলমান মোটরযানের গতিবিধি জানা সম্ভব হচ্ছে।

মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট

৩০ জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ৯,৬২,৪০৯টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫,৬৭,২০৬টি গ্রাহকদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৪,৭৭,২০৫টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরী করা হয়েছে এবং ৩,১২,৫৯২টি গ্রাহকের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর জন্য বায়োমেট্রিক্স প্রদানে এবং সার্টিফিকেট তৈরী হলে তা সংগ্রহের জন্য গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

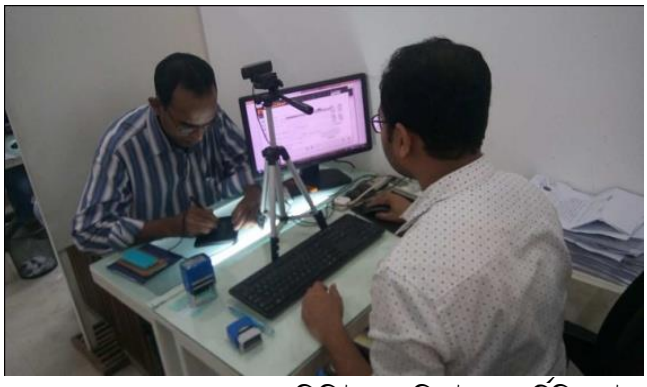

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য গ্রাহকের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ

ডাটা সেন্টার স্থাপন

KOICA এর সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার ও ওয়েব পোর্টাল সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায়, স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রয়েছে। ওয়েব পোর্টালটিতে বর্তমানে পাইলটিং এর কাজ চলছে। শীঘ্রই অনলাইন সেবা কার্যক্রম শুরু হবে।

মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ও ফিটনেস

ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের লক্ষ্যে চারটি বিভাগীয় শহরে ৫টি (ঢাকায় ২টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ১৯৯৮ সালে স্থাপন করা হয়। বৈদেশিক সহায়তায় মিরপুরস্থ ভিআইসি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং গত ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ হতে উক্ত ভিআইসিটিতে বানিজ্যিক মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পরিবহন সেক্টরে অধিকতর শৃংখলা বজায় রাখা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রবণতা রোধে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের ৩৭,২৪২টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৪,৭২,৫৯,৩০৭ টাকা জরিমানা আদায়সহ ৮৪৩ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান ও ৮৬৬টি গাড়ী ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা

বাস, ট্রাক ও কভার্ড ভ্যান এর এ্যাঙ্গেল ও অননুমোদিত বাম্পার এবং ট্রাকের বডিতে লাগানো চোখালো-ধারালো হক অপসারণ

মোটরযানের বডিতে যে কোন ধরনের এ্যাঙ্গেল, বাম্পার বা ধারালো হক সংযোজন করা মোটরযান আইনের পরিপন্থি। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ বাস, ট্রাক ও কভার্ড ভ্যান এর বডিতে এ্যাঙ্গেল ও বাম্পার বা ধারালো হক সংযোজন করে চলাচল করতে দেখা যায়। মোটরযানে সংযোজিত এসব অননুমোদিত এ্যাঙ্গেল, বাম্পার বা ধারালো হক চালকদের বেপরোয়াভাবে মোটরযান চলাচলে উৎসাহিত করে। ফলে অনেকক্ষেত্রে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভায় ৩০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের মধ্যে সকল পণ্যবাহী যানবাহনের বাম্পার, এ্যাঙ্গেল ও হুক ইত্যাদি খুলে নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে উক্ত সময়সীমার মধ্যে সকল পণ্যবাহী মোটরযান হতে উক্ত বাম্পার, এ্যাঙ্গেল ও হুক ইত্যাদি অপসারিত না হওয়ায় উক্ত সময়সীমা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্তের পর বিআরটিএ'র পক্ষ হতে সারা দেশে এ্যাঙ্গেল, অননুমোদিত বাম্পার, ট্রাকের বডিতে সংযুক্ত চোখালো-ধারালো হুক এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও, অননুমোদিত বাম্পার, এ্যাঙ্গেল, চোখালা-ধারালো হুক সংযুক্ত মোটরযানের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ কমিশনার, বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইডি হাইওয়ে, রেঞ্জ ডিআইজি, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

Grievance Redress System

বিআরটিএ'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ ঢাকা ও চট্টগ্রামে হেল্প ডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিআরটিএ'র ওয়েব সাইটে কুয়েরি এন্ড কমপ্লেইন্ট লিঙ্ক খোলা হয়েছে। পাশাপাশি বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ সকল সার্কেল অফিসের ফেসবুক পেইজ ওপেন করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ ও সমস্যা যথাযথ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও নিরসন করা হচ্ছে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে আকস্মিকভাবে বিআরটিএ'র বিভিন্ন সার্কেল অফিসের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ শুনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বর্ণিত মাধ্যমসমূহে প্রাপ্ত ৫৯৬টি এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১৯টি অভিযোগের সবকয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিভিন্ন জেলায় বিআরটিএ কমপ্লেক্স নির্মাণ

দক্ষ ড্রাইভার তৈরী এবং পেশাদার চালকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, কুমিল্লা জেলায় বিআরটিএ কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কমপ্লেক্সে ভেহিকেল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) ও ড্রাইভিং ট্রেনিং এন্ড টেস্টিং সেন্টার স্থাপন করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ৩.০০ একর জমি বিআরটিএ'র অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং রাঙ্গামাটি জেলায় ৪.৫০ একর জমি বিআরটিএ'র অনুকূলে অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় অর্থ জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি বরাবর ন্যস্ত করা হয়েছে। বিআরটিএ কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে এবং যশোর ও সাতক্ষীরা জেলার প্রশাসনিক অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণ

সেতু ভবন সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খালি জায়গায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি বেজমেন্টসহ ১৫ তলা বিশিষ্ট বিআরটিএর সদর কার্যালয় ভবন নির্মার্ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত ৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত উক্ত ভবনের ৩টি বেজমেন্টসহ ১২টি ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিল্ডিং তৈরীর পাশাপাশি ভবন সংক্রান্ত অন্যান্য প্যাকেজের কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার তারিখ নির্ধারিত আছে।

নির্মাণাধীন বিআরটিএ ভবন

নিরাপদ সড়ক

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে বিআরটিএ নিয়মিতভাবে পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার নিমিত্ত আলোচনা সভা/সেমিনার/র‍্যালী/সমাবেশ এর আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া গত ২০১৪-১৫ অর্থ-বছর হতে সার্কেল অফিসের স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সমন্বয়ে গণসচেতনতামূলক সভা ও সমাবেশ নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৫২,৬৭০ জন পেশাজীবী গাড়ী চালককে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২২ অক্টোবরকে নিরাপদ সড়ক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে এবং উক্ত দিবসটি দেশব্যাপী পালনের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ২৬৮৮ টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২০৭৮ জন আহত এবং ২৬৫২ জন নিহত হয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক গণসচেতনাতমূলক র‍্যালি

ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন

রেজিস্ট্রিকৃত মোটরযান এবং ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ গাড়িচালক তৈরির লক্ষ্যে বিআরটিএ যথাযথ পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন প্রদান করছে। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১১০টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে এবং ১৬৭ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৭টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন এবং ২৪ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

জনবল

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিআরটিএ'র জনবল ৮২৩। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত কর্মরত জনবল ৫৮০। শূন্য ২৪৩টি পদের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৩৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট জনবল নিয়োগ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

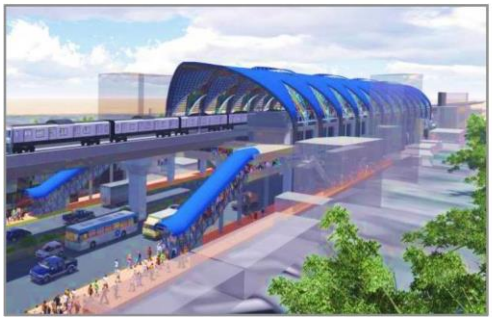

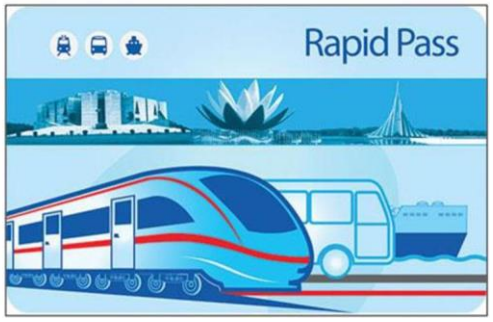

রূপকল্প

বৃহত্তর ঢাকার পরিকল্পিত, সমন্বিত এবং আধুনিক ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য

পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়, পরিবহন পরিকল্পনা এবং দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য পরিবহন সেবা প্রদান।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর প্রতিষ্ঠা

ঢাকা মহানগরী ও এর পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী জেলা ডিটিসিএ'র অধিভুক্ত। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। ডিটিসিএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিরীক্ষণ করে।

পরিচালনা পরিষদ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে ডিটিসিএ'র ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে পরিচালনা পরিষদের ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৩ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর পরিচালনা পরিষদেরসভা

পরিবহন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয়

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর অধিভুক্ত এলাকায় পরিবহন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ডিটিসিএ পরিবহন সংশ্লিষ্ট ৪টি প্রকল্প গ্রহণে অনাপত্তি প্রদান করেছে। প্রকল্পগুলো হলো- রাজউক ফ্লাইওভার, বিজয়সরণি ফ্লাইওভার, পিপিপি ভিত্তিতে গাবতলী-নবীনগর এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ১১টি ইউ টার্ন নির্মাণ।

Traffic Circulation সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন

ডিটিসিএ অধিভুক্ত এলাকায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০ (দশ) তলার উর্ধ্বে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে ডিটিসিএ হতে যানবাহনের প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নকশার অনুমোদন গ্রহণ করা বাধ্যাতামূলক। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে Traffic Circulation সংক্রান্ত নকশা অনুমোদনের জন্য প্রাপ্ত ৮০টি আবেদনপত্রের মধ্যে ৪টি আবাসিক প্রকল্প এবং ৭২টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবনের Traffic Circulation নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে ছাড়পত্র ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর আওতাধীনে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তায় নিম্নোক্ত ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে ক্রম-৬ এ উল্লিখিত প্রকল্পটি এ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর অনুকুলে মোট বরাদ্দ ছিল ১১৯৯.১৯ কোটি টাকা (জিওবি ৩৯৪.৮৮ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সহায়তা ৮০৪.৩১ কোটি টাকা)। এ অর্থ-বছরে মোট ১১৯২.২২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৯.৪২%।

1. Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT Line-6)
2. Dhaka Integrated Traffic Management Project
3. Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area
4. Technical Assistance for DTCA
5. Dhaka Metro Project Preparatory Technical Assistance
6. Clean Air & Sustainable Environment (CASE)

Strategic Transport Plan (STP)

২০০৫ সালে প্রণীত Strategic Transport Plan (STP) সংশোধন ও হালনাগাদ করে সংশোধিত STP প্রণয়ন করা হয়েছে যা গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Revised STP তে ৫টি Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line- 1,2,4,5, & 6] লাইন, এবং ২টি Bus Rapid Transit (BRT) করিডোর- 3 & 7] তিনস্তর বিশিষ্ট রিং রোড (ইনার, মিডল ও আউটার) ৮টি রেডিয়াল সড়ক, ৬টি এক্সপ্রেসওয়ে, ২১টি ট্রান্সপোর্টেশান হাব নির্মাণ এবং ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, ট্রাফিক সেফটি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস পরিবহন সেক্টর পুনর্গঠনের সংস্থান রয়েছে।

৩০ মে ২০১৭ তারিখে সিরডাপ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা ২০১৫-২০৩৫ অংশীজন সভা

Clearing House for Integrating Transport Ticketing System

Rapid Pass ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ৬০,০০০ Rapid Pass কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে চলাচলকারী বিআরটিসি'র এসি বাসে পরীক্ষামূলকভাবে Rapid Pass প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিআরটিসি, ডিটিসিএ ও JICA এর মধ্যে গত ১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। একইভাবে বেসরকারি বাস কোম্পানী মেসার্স ওমামা লিমিটেড পরিচালিত মতিঝিল-কাওলা রুটে এসি বাসে পরীক্ষামূলকভাবে Rapid Pass প্রবর্তনের নিমিত্ত গত ১৬ মে ২০১৭ তারিখে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। Rapid Pass এর মাধ্যমে ভাড়া হিসেবে আদায়কৃত অর্থ ব্যবহার অনুযায়ী পরিবহন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত e-Clearing House কার্যকর করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে চলাচলকারী বিআরটিসি এসি বাসে পরীক্ষামূলকভাবে Rapid Pass প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিআরটিসি, ডিটিসিএ ও JICA এর মধ্যে গত ১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর

Dhaka Integrated Traffic Management Project

ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসনে Dhaka Integrated Traffic Management কারিগরি প্রকল্পের আওতায় অত্যাধুনিক Intelligent Traffic System (ITS) ব্যবহার করে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে গুলিস্তান, পল্টন, গুলশান-১ ও মহাখালী ইন্টারসেকশন উন্নয়নের নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন করে গত ০৭ জুন ২০১৭ তারিখ দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের আওতাভুক্ত ইন্টারসেকশনসমূহ

Technical Assistance to DTCA Project

ডিটিসিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে চলমান Technical Assistance to DTCA কারিগরি প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ২৩ মে ২০১৭ তারিখ খসড়া Inception Report দাখিল করেছে।

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3

হযরত শাহজালাল (র:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট এবং ঘন্টায় উভয়দিকে ৩০,০০০ যাত্রী পরিবহনে সক্ষম BRT System চালুর লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রকল্পটি তিনটি Phase এ [Phase-1: হযরত শাহজালাল (র:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী, Phase-2: মহাখালী-মগবাজার-গুলিস্তান ও Phase-3: গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল] বিভক্ত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। Phase-1: বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগীর সঙ্গে আলোচনা চলছে।

ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণ

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর ১৫তলা দ্বিতল বেজমেন্ট বিশিষ্ট নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান National Development Engineers Ltd কে গত ০৪ জুন ২০১৭ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

২৯ মে ২০১৭ তারিখ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান National Development Engineers Ltd এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

প্রশিক্ষণ/মানবসম্পদ উন্নয়ন

ডিটিসিএ'র উদ্যোগে Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) এর Civil Engineering Department এর আয়োজনে ৫ দিন ব্যাপী Leadership Urban Transport এবং BUET এর Accident Research Institute এর ব্যবস্থাপনায় ৫ দিন ব্যাপী Road Safety বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। উভয় প্রশিক্ষণে ডিটিসিএ অধিভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহন করেন।

Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL)

ভুমিকা

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য একটি পরিকল্পিত ও সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রণীত Strategic Transport Plan (STP) সংশোধন ও হালনাগাদ করে Revised Strategic Transport Plan (RSTP) 2015-2035 প্রণয়ন করা হয়। Revised Strategic Transport Plan (RSTP) 2015-2035-তে পাঁচটি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেল নির্মাণের পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত আছে। এগুলো হলো:

- MRT Line-1
- MRT Line-2
- MRT Line-4
- MRT Line-5
- MRT Line-6

এ সকল মেট্রোরেল এর পরিকল্পনা, ডিজাইন, অর্থায়ন, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য গত ০৩ জুন, ২০১৩ তারিখ শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। DMTCL প্রথম পর্যায়ে MRT Line-6 নির্মাণ করছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে MRT Line-1 এবং MRT Line-5 নির্মাণের লক্ষ্যে Feasibility Study পরিচালনা করছে। তৃতীয় পর্যায়ে MRT Line -2 এবং MRT Line-4 নির্মাণের উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

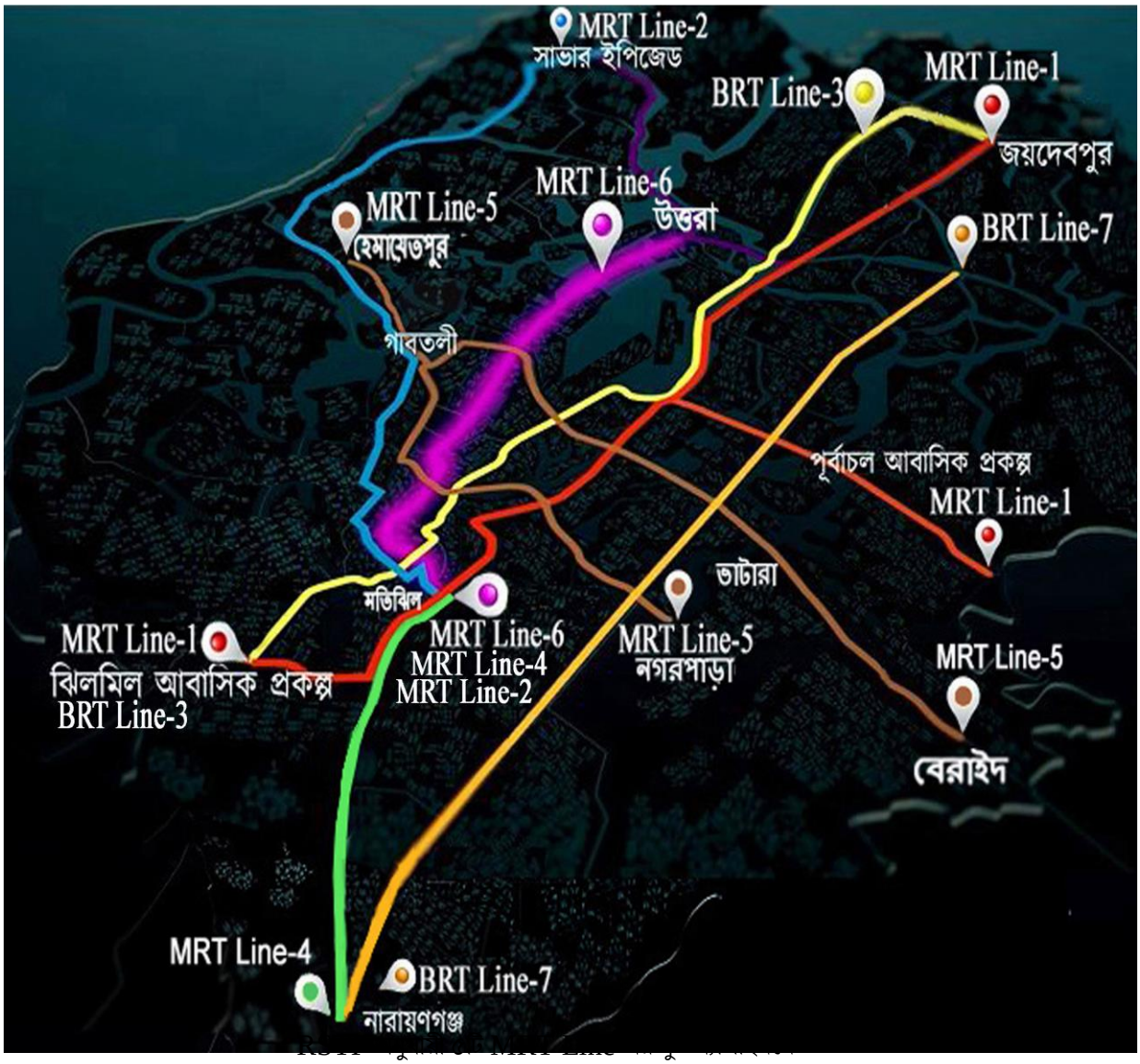

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (DMRTDP) এর আওতায় মোট ২১,৯৮৫.৭ টাকা (জিওবি ৫,৩৯০.৪৮ কোটি টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ১৬,৫৯৪.৫৯ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে উত্তরা তৃতীয় ফেইজ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট উভয় দিকে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম বিদ্যুৎ চালিত এলিভেটেড MRT Line-6 (বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল) নির্মাণের কাজ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে। এটি একটি Fast Track ভুক্ত প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশ বান্ধব আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হবে। প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হলেও পরবর্তিতে বিশেষ উদ্যোগে উত্তরা ৩য় ফেইজ হতে-আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ জুন, ২০১৬ তারিখ MRT Line-6 বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ জুন, ২০১৬ তারিখ বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল-এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 এর কাজ ৮টি প্যাকেজে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত প্যাকেজভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

প্যাকেজ-CP-01 (ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন)

উত্তরা ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়নের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এবং Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর সহিত গত ২৭ মার্চ, ২০১৬ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ চুক্তিমূল্য ৫৬৭.০৭ কোটি (পাঁচশত সাতষট্টি কোটি সাত লক্ষ) টাকা। চুক্তির মেয়াদ ২৫ মাস। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ১১ জুন, ২০১৪ তারিখ উত্তরা ডিপো এলাকার ভূমি উন্নয়ন কাজের শুভ উদ্বোধন করেন। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৫৪% এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৮%।

প্যাকেজ-CP-2 (ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ)

উত্তরা ডিপো এলাকার পূর্ত কাজ সম্পাদনের জন্য গত ০৩ মে, ২০১৭ তারিখ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এবং Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ চুক্তিমূল্য ১,৫৯৫.৫৭ কোটি (এক হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই কোটি সাতান্ন লক্ষ) টাকা। চুক্তির মেয়াদ ৪৮ মাস। জুন, ২০১৭ মাস পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫%।

প্যাকেজ-CP-03 ও CP-04 (উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মাণ)

উত্তরা নর্থ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ১১.৭৩ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৯টি স্টেশন নির্মানের জন্য গত ০৩ মে ২০১৭ তারিখ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এবং Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভ্যাট ও ট্যাক্সসহ চুক্তিমূল্য ৪,২৩০.৫৫ কোটি (চার হাজার দুইশত ত্রিশ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ) টাকা। চুক্তির মেয়াদ ৩৭ মাস। জুন, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৫%।

প্যাকেজ- CP-02, CP-03 ও CP-04 এর চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (০৩ মে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ)

২ আগস্ট, ২০১৭ তারিখ মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী উত্তরা ৩য় ফেইজ হতে আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও স্টেশন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন

প্যাকেজ- CP-05 ও CP-06 (আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও ৭টি স্টেশন নির্মাণ)

আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৮.৩৭ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৭টি স্টেশন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বর্তমানে দরপত্রের মূল্যায়ণ চলছে। আশা করা যায় মার্চ, ২০১৮ মাসের মধ্যে দরপত্রের মূল্যায়ণ শেষে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে।

প্যাকেজ-CP-07 (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম)

বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেলের ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বর্তমানে দরপত্রের মূল্যায়ণ চলছে। আশা করা যায় মার্চ, ২০১৮ মাসের মধ্যে দরপত্রের মূল্যায়ণ শেষে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে।

প্যাকেজ-CP-08 [রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট]

২৪ সেট মেট্রোরেল (প্রতি সেটে মেট্রোরেলে ৬টি করে কোচ) ও উত্তরা ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বর্তমানে দরপত্রের মূল্যায়ণ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায় আগস্ট, ২০১৭ মাসের মধ্যে দরপত্রের মূল্যায়ণ শেষ করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হবে।

ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) বা বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল-এর প্রক্ষেপিত ডিজাইন

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 এর রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

রুট: উত্তরা ৩য় পর্ব-পল্লবী-রোকেয়া সরণির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক

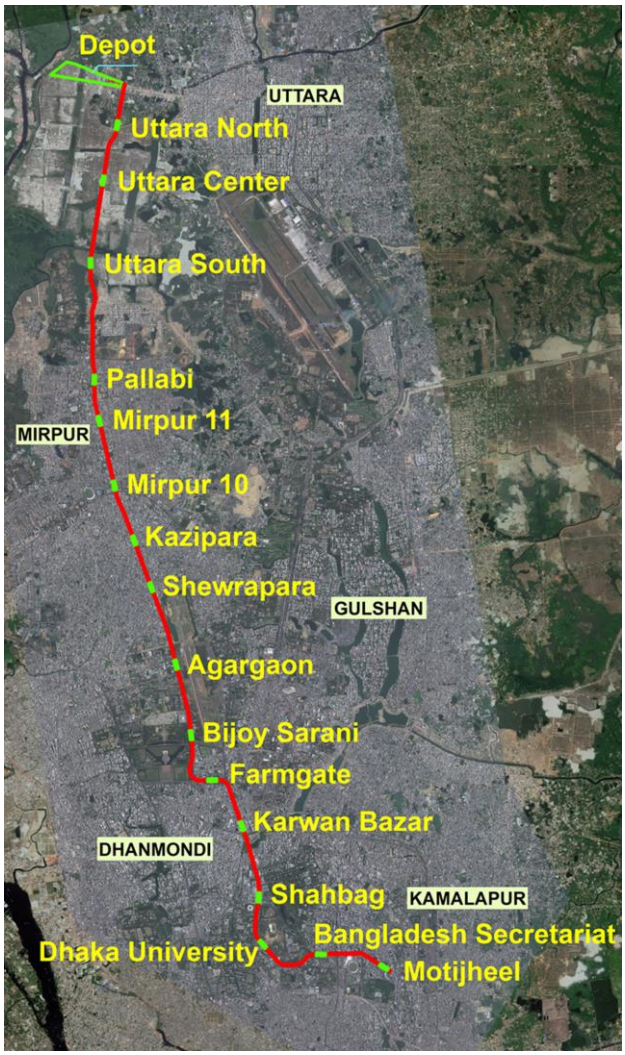

MRT Line-6 এর রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 এর রুট এ্যালাইনমেন্টে ১৬টি স্টেশন রয়েছে। এগুলো হল:

ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম	ক্রম	স্টেশনের নাম
০১	উত্তরা উত্তর	০২	উত্তরা সেন্টার	০৩	উত্তরা দক্ষিণ	০৪	পল্লবী
০৫	মিরপুর-১১	০৬	মিরপুর-১০	০৭	কাজীপাড়া	০৮	শেওড়াপাড়া
০৯	আগারগাঁও	১০	বিজয় সরণি	১১	ফার্মগেট	১২	কারওয়ান বাজার
১৩	শাহবাগ	১৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫	বাংলাদেশ সচিবালয়	১৬	মতিঝিল

MRT Line-5

MRT Line-5 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হল –Northern Route ও Southern Route

Northern Route Alignment: হেমায়েতপুর-বালিয়ারপুর-মধুমতি-আমিন বাজার-গাবতলী-দার উস সালাম- মিরপুর ১-মিরপুর ১০-মিরপুর ১৪-কচুক্ষেত-বনানী-গুলশান ২-নতুন বাজার।

এ অংশের মোট দৈর্ঘ্য ১৯.৬০ কিলোমিটার। তন্মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড ১৩.৬০ কিলোমিটার এবং এলিভেটেড ৬.০০ কিলোমিটার। মোট স্টেশন সংখ্যা ১৪টি। তন্মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন ৯টি এবং এলিভেটেড স্টেশন ৫টি। MRT Line-5 এর Northern Route

নির্মাণের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে। আশা করা যায়, ডিসেম্বর ২০১৭ মাসের মধ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত বৈদেশিক সহায়তার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছে।

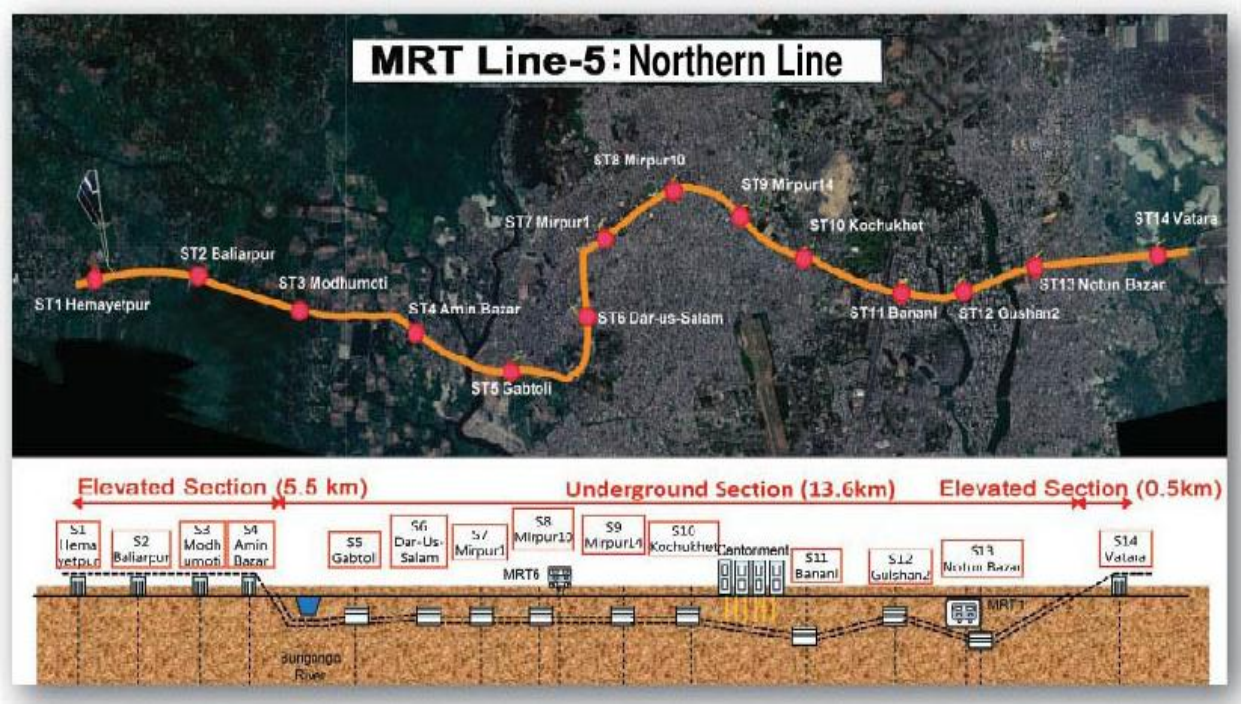

MRT Line-5 (Northern Line): রুট এ্যালাইনমেন্ট ও স্টেশন

Southern Route Alignment: গাবতলী-ধানমন্ডি-পান্থপথ-হাতিরঝিল লিংক রোড-নগরপাড়া।

MRT Line-5 এর Southern Route আন্ডারগ্রাউন্ড MRT হিসেবে নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। MRT Line-5 এর Southern Route নির্মাণের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই করার নিমিত্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

MRT Line-1

MRT Line-1 দুটি অংশে বিভক্ত। অংশ দুটি হল: **বিমানবন্দর** রুট এবং **পূর্বাচল** রুট। উভয় রুটের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। আশা করা যায়, আগামি ডিসেম্বর ২০১৭ মাসের মধ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের জন্য গত ২৯ জুন ২০১৭ তারিখ উন্নয়ন সহযোগির সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বৈদেশিক সহায়তায় বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের লক্ষ্যে Technical Assistance Project Proposal (TPP) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে প্রথম পাতাল রেল বা আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রোরেল নির্মিত হতে যাচ্ছে। MRT Line-1 এর সহিত MRT Line-5 এবং MRT Line-6 এর আন্ত:লাইন সংযোগ রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

রুপকল্প

আন্তঃজেলা ও সিটি সার্ভিসসহ সকল অনুমোদিত রুটে নিরাপদ ও আধুনিক রাষ্ট্রীয় সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা।

অভিলক্ষ্য

আন্তঃজেলা ও সিটি সার্ভিসসহ সকল অনুমোদিত রুটে যাত্রী পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ডিপোর বহরে আধুনিক যানবাহন সংযোজন করা, পরিবহন খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা, যাত্রী সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

পরিচিতি

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা। ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরীতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাস ডিপো ও বাস বহর

বিআরটিসি বর্তমানে বাস ডিপোর সংখ্যা ১৯টি। বিআরটিসি'র বাস বহরে বিদ্যমান ১৫৩৮টি বাসের মধ্যে ৯৮১টি বাস চলমান। আরো ৩০১ টি বাস মেরামত করে বহরে সংযুক্ত করার উদ্যেগ প্রক্রিয়াধীন আছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন সেবার পরিধি বৃদ্ধির জন্য সরকার বৈদেশিক সহায়তায় ৬০০টি বাস সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের ডিপিপি গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বিআরটিসি'র বাস বহর

ট্রাক ডিপো ও ট্রাক বহর

বিআরটিসি'র ট্রাক ডিপোর সংখ্যা ০২টি। ট্রাক বহরে মোট ১৪৬টি (বিভিন্ন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এ ট্রেনিং কাজে নিয়োজিত ০৮টি ট্রাকসহ) ট্রাক রয়েছে। পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত ১৩৮টি ট্রাকের মধ্যে চলমান ট্রাক সংখ্যা ১১৩টি । রাষ্ট্রীয় পরিবহন সেবার পরিধি বৃদ্ধির জন্য সরকার বৈদেশিক সহায়তায় ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের ডিপিপি গত ৩০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বিআরটিসি'র ট্রাক সার্ভিস

সিটি বাস সার্ভিস

বিআরটিসি মোট ২৬৭ টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা সিটির ৪৪টি রুটে সিটি সার্ভিস পরিচালনা করছে। প্রতিদিন গড়ে ৫৫ হাজার যাত্রী সিটি সার্ভিসে যাতায়াত করে থাকেন।

বিআরটিসি'র সিটি বাস সার্ভিস

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

সিটি সার্ভিস ছাড়াও দেশব্যাপী বিআরটিসির সার্ভিস নেটওয়ার্ক রয়েছে। আন্তঃজেলার ১৫০টি রুটে বিআরটিসির বিভিন্ন মডেলের ৪০৬টি বাস চলাচল করছে। অশোক লিল্যান্ড এসি, দ্যাইয়ু এসি ও টিসি/টাটা বাস আন্তঃজেলায় চলাচল করছে।

বিআরটিসি'র আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-শিলং-গোহাটি-ঢাকা রুটে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু আছে। গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে নতুন করে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের রাজধানী থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। এ সার্ভিস চালু হওয়ায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় যোগাযোগ সহজ ও সুলভ এবং উভয় দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে। ঢাকা-রাজশাহী-চাঁপাই নবাবগঞ্জ-মালদহ-বহরমপুর-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বাস সার্ভিস চালুর নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নেগোসিয়েশন চলছে।

ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রুটে বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস উদ্বোধন অনুষ্ঠান

স্টাফ বাস সার্ভিস

সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সকল গ্রেডের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ১০৪টি রুটে বিআরটিসি'র ১৩৭টি স্টাফ বাস চলাচল করছে। উপরন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র ১৩৫টি বিশেষ বাস সার্ভিস রয়েছে।

মহিলা বাস সার্ভিস

ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রুটে কর্মজীবি মহিলাদের জন্য ১৫ টি রুটে ১৮টি বাস 'মহিলা বাস সার্ভিস' হিসেবে চলাচল করছে।

বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিস

স্কুল বাস সার্ভিস

মিরপুর-আজিমপুর সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মিরপুর-আজিমপুর রুটে বিআরটিসি'র ০২টি স্কুল বাস নিয়মিত চলাচল করে।

বিআরটিসি'র স্কুল বাস সার্ভিস

আপদকালীন যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন

বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে, দুর্যোগকালীন সময়ে বিআরটিসি'র যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বিনোদনমূলক ও শিক্ষা সফরের জন্য বিআরটিসি'র বাস সেবা খুবই জনপ্রিয়।

প্রশিক্ষণ

দক্ষ গাড়ী চালক সৃষ্টি এবং দেশের যুবক ও যুব মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিআরটিসি'র ১৭টি (১৪টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৩টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৮,১২১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫১৩ জন। মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফি'তে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

যুবক ও যুব মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান

জনবল নিয়োগ

বিআরটিসি'তে ২০০৯ হতে পর্যায়ক্রমে ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়ায় ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৮০ জন চালককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এতে বিআরটিসি'র বাস পরিচালনা কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে।

যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

বিআরটিসির বাসসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও রুটভিত্তিক পরিচালনা এবং আয়-ব্যয় এর হিসাব সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার জন্য 'যানবাহন ব্যবস্থাপনায় সফটওয়্যার' চালু করা হয়েছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

Rapid Pass চালু

আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে চলাচলকারী বিআরটিসি'র এসি বাসে পরীক্ষামূলকভাবে Rapid Pass (একটি স্মার্ট কার্ড যা বাস, ট্রেন, ও নৌ-যানের টিকেট হিসেবে ব্যবহার করা যায়) প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিআরটিসি, ডিটিসিএ ও JICA'র মধ্যে ১১ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে অনুযায়ী ১৬ মে ২০১৭ তারিখ থেকে এ রুটে যাতায়াতকারী যাত্রীসাধারণ প্রথমবারের মত Rapid Pass ব্যবহার করে ভ্রমণ করছেন।

আব্দুল্লাহপুর-মতিঝিল রুটে Rapid Pass সার্ভিস

দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

বিআরটিসি'র চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যাত্রীসেবা উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে মোট ১৫৩৯ জন চালক, কন্ডাক্টর ও কারিগরদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাকটরদের যাত্রীদের সাথে সৌজন্যতামূলক আচরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণও নিয়মিত প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিআরটিসির চালক, কন্ডাক্টর ও কারিগরদের প্রশিক্ষণ প্রদান

মেরামত কার্যক্রম

ঢাকাস্থ বিআরটিসি'র কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের যানবাহন নিয়মিত মেরামত করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ৩৫৪৭টি যানবাহন মেরামত করে ৪,১৯,২৪৭/- টাকা নীট মুনাফা অর্জন করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র তেজগাঁও কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানায় যানবাহন মেরামত কার্যক্রম

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিআরটিসি'র প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন ডিপোর সাথে ভিডিও কনফারেন্স করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সে বিআরটিসি'র চেয়ারম্যান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে ডিপোর বিভিন্ন সমস্যা অবহিত হন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিআরটিসি'র জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ডিপোর সাথে ভিডিও কনফারেন্স

যাত্রী বিশ্রামাগার

আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা বাস সার্ভিসের যাত্রীদের জন্য বিআরটিসি'র মতিঝিল বাস ডিপোতে নির্মিত যাত্রী বিশ্রামাগার আধুনিকায়ন ও দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছে।

বিআরটিসি'র মতিঝিল বাস ডিপোতে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা যাত্রীদের বিশ্রামাগার

বকেয়া বেতন ভাতা ও গ্র্যাচুইটি প্রদান

জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাকের ভাড়া জনস্বার্থে বৃদ্ধি না করায় নিজস্ব আয় দ্বারা বর্ধিত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে সরকার গত ৩০মার্চ ২০১৭ তারিখ বিআরটিসি'কে শ্রমিক/কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ও গ্র্যাচুইটি পরিশোধের নিমিত্ত ২১ (একুশ) কোটি টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে।

বিআরটিসি'র শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ও গ্র্যাচুইটি পরিশোধের চেক বিতরণ অনুষ্ঠান

বিশেষ সেবা

নিয়মিত যাত্রীসেবার বাইরে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে:

- মুক্তিযোদ্ধা/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসির বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা
- ঈদ, হজ্জ, বিশ্ব-ইজতেমা ও যে কোন ধর্মীয় উৎসবে বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান
- মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে ১৩টি আসন সংরক্ষণ
- স্কুল/কলেজ/সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রমণ/বনভোজনসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য বিশেষ সুলভে বাস সার্ভিস প্রদান
- চলাচলে অক্ষম, বৃদ্ধ ও শারিরীক প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার সহকারে বিআরটিসি'র বাসে নিরাপদে ওঠা-নামার জন্য বিআরটিসি'র মতিঝিল, জোয়ারসাহারা ও নারায়ণগঞ্জ ডিপোসংলগ্ন কাউন্টারে Portable Ramp এর ব্যবস্থা
- বিআরটিসি'র প্রতিটি বাস ধুমপানমুক্ত। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বিআরটিসি'র সকল বাসে '**ধুমপানমুক্ত যানবাহন**' স্টিকার